আলিপুর বার্তা'র পক্ষ থেকে
সকল পাঠক, পাঠিকা,
বিজ্ঞাপনদাতা, পত্রিকা বিক্রেতা
ও শুভানুধ্যায়ীদের
শুভ শারদীয়া
আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও
অভিনন্দন।

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

আলিপুর বার্তা

সাপ্তাহিক

মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র
স্থান ঃ বিবেক নিকেতন, সামালি
পোঃ ন'হাজারি,
থানা ঃ বিষ্ণুপুর,
জেলা ঃ দঃ ২৪ পরগনা
ফোন ঃ ৮০১৩৫২৩০৯৫

কলকাতাঃ ৪৮ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ১৪ আশ্বিন – ১৯ আশ্বিন, ১৪২১ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর – ৩ অক্টোবর, ২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.47, 27 September - 3 October, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

জাপানী গবেষকের চাঞ্চল্যকর দাবি

জলেরও অনুভূতি আছে, সেও মানুষের ডাকে সাড়া দেয়

ওঁকার মিত্র

আর কয়েকদিন পরেই দুর্গা পুজোর আনন্দ উৎসব। মায়ের কাছে প্রার্থনা ও অঞ্জলি দেবার মাহেন্দ্রক্ষণ। মায়ের আশীর্বাদ ও শান্তির জল নেবার জন্য শুরু হবে আকুতি। এই শান্তির জল, হোলি ওয়াটার কিংবা জলপড়া এসবের পিছনে সত্যি কি রয়েছে বিজ্ঞান? এমন সম্ভাবনাই কিন্তু উঠে আসছে মাসারু এমোটো নামে এক জাপানি ডাক্তারের পরীক্ষা নিরীক্ষায়। ডাঃ এমোটো দাবি করেছেন মানুষের ভাল এবং খারাপ কথায় প্রতিক্রিয়া জানায় জল তার গঠন পরিবর্তনের মাধ্যমে। এই প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে ডাঃ এমোটোর মাইক্রোস্কোপের তলায়। দেখা গেছে জলের সামনে ভাল কথা বললে তার কেলাস (ক্রিস্টাল) হয় সুন্দর-সুগঠিত অথচ সেই জলের সামনে খারাপ কথা বললে বদলে যাচ্ছে তার গঠন। তৈরি হচ্ছে কুৎসিত বা অবিন্যস্ত কেলাস। ডাঃ এমোটো দাবি করেছেন সু এবং কু শব্দ তরঙ্গের প্রভাবে জলের এই পরিবর্তন। শব্দই পালটে দিচ্ছে জলের গঠন। অর্থাৎ 'শব্দ ব্রহ্ম' এই তত্ত্বই অমোঘ

পরিবর্তন ঘটিয়ে দিচ্ছে জলের গঠনে।

ডাঃ এমোটো দেখিয়েছেন এক পাত্র জলের সামনে। 'থ্যাঙ্ক ইউ' বললে জলের গঠন হচ্ছে মনভোলানো কেলাসে। আবার সেই জলের সামনে 'আই কিল ইউ' বললে তৈরি হচ্ছে বিশ্রী কেলাস। এমনকি কোন ঝরনার জল এবং দুষিত জলের কেলাসও আলাদা আলাদা। ডাঃ মাসারু তার এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ লেখা ও ভিডিওর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন www.masaru-emoto.net ওয়েবসাইটে। এছাড়াও ওয়াটার মেমোরি মাসারু এমোটো দিয়ে সার্চ করলেও দেখা যাবে এই যুগান্তকারী তত্ত্ব। ডাঃ এমোটো জানিয়েছেন জল মানুষের ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক ভাবনার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলে আয়নার মত। এমনকি সঙ্গীতেও জল তার অনুভূতি প্রকাশ করে। নানা ক্রিস্টাল ফরমেশান'-এর মাধ্যমে। দেখা গেছে একই জল প্রার্থনার আগে ও পরে দুরকমের ক্রিস্টাল তৈরি করছে। ডাঃ এমোটো ওয়েব লিঙ্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন তার পরীক্ষার কথা। ভিডিওতে দেখিয়েছেন কিভাবে তিনি তার পরীক্ষা করেছেন এবং সেইসব ক্রিস্টালের ছবি তুলেছেন।

শুধু মাসারু এমোটো নয় 'ওয়াটার মেমোরি' নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছেন অনেকেই। ডাঃ এমোটো যে সম্ভাবনা উসকে দিয়েছেন তাতে সলতে পাকাতে শুরু করেছেন বহু বৈজ্ঞানিক। এখন অবশ্য অনেকেই মাসারু-র পরীক্ষা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরেছেন। কিন্তু অচিরেই মাসারুর এই তত্ত্ব আরও উন্নততর পরীক্ষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। যে যাই বলুক না কেন মাসারু কিন্তু ইতিমধ্যেই ঝড় তুলেছেন সারাবিশ্বে। ১৯৯৯ সাল থেকে ওয়াটার ক্রিস্টাল নিয়ে ' মেসেজ ফ্রম ওয়াটার' নামে বইয়ের বেশ কয়েকটা সংস্করণ প্রকাশ করে ফেলেছেন। একটি চলচ্চিত্রেও ঠাঁই পেয়েছে এমোটোর এই তত্ত্ব। এমনকি 'দি হিডন্‌মেসেজ অফ ওয়াটার নামে এমোটোর বই নিউ ইয়র্ক টাইমসের বেস্ট সেলার শিরোপা পেয়েছে। উইকিপিডিয়ায় মেমোরি অফ ওয়াটার' লিখে এসব তথ্য ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। যে কেউ যখন তখন এই তথ্যের সন্ধান পেতেই পারে। অনেকে ইতিমধ্যে প্রশ্ন তুলেছে শব্দ জলকেও এভাবে প্রভাবিত করলে মানব দেহে এর প্রতিক্রিয়া কতটা? কারণ মানবদেহের ৬০ শতাংশ জলীয় পদার্থে গঠিত। এ নিয়েও হয়ত ভবিষ্যত গবেষণা অপেক্ষা করছে। এমোটোর এই পরীক্ষা বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর গাছের প্রাণ ও অনুভূতি নিয়ে গবেষণাকেই মনে করিয়ে দেয়।

সব ধর্মেই জলের ভূমিকা প্রশ্নাতীত। হিন্দু ধর্মে মন্ত্রোচ্চারিত শান্তির জল বা চরণামৃত গ্রহণ করার আকুতি চিরন্তন। খ্রীস্টান ধর্মেও পবিত্র হোলি ওয়াটার মন-প্রাণে শান্তি এনে দেয়। মুসলমান পীর-ফকিরদের জল পড়া তো সব ধর্মের মানুষের কাছে আজও জনপ্রিয়। কিন্তু বহু বিজ্ঞান সচেতন মানুষ এসব কুসংস্কার বা বুজরুকি বলে উড়িয়ে দেয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন কোন কিছুকেই অবিশ্বাসের চোখে দেখে হেয় করা ঠিক নয়। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিধির বাইরেও বহু তত্ত্ব আছে যা আমাদের অজানা। আমাদের অজানা বলেই সেটা মিথ্যা নয়। আমাদের জ্ঞানের পরিধি যেদিন সেখানে পৌঁছোবে সেদিন সেটাই বিশ্বাসে পরিণত হবে।

তবে হিন্দু পুরাণে শব্দকেই ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ করা হয়। শব্দের শক্তি অপরিসীম। শব্দতেই সৃষ্টি। শব্দতেই ধ্বংস। পুঞ্জিভূত জলই আকাশে শব্দ ও বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে। এমনকি গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে ধরিত্রীতে নিয়ে আসার সময় শঙ্খের শব্দতেই নির্ভর করেছিলেন ভগীরথ। সেই শব্দ অনুসরণ করেই গঙ্গা আনয়নের কাহিনী রচিত। আজ এসব কষ্টকল্পনা, গল্পকথা বলেই অনেকে মনে করেন। মাসারু এমোটোর তত্ত্ব যেদিন সর্বজনগ্রাহ্য হবে সেদিন এগুলোই বিজ্ঞানে বিশ্বাসে পরিণত হবে। সেদিন জলকে কি সত্যিই আর জড় পদার্থ বলা যাবে? সাইটে গিয়ে সার্চ করে এর উত্তর খুঁজতে হবে মানুষকেই।

দুই পরগনার পুজোয় তৎপর পুলিশ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা: সীমান্তবর্তী জেলা হিসেবে উত্তর ২৪ পরগনায় অনুপ্রবেশ একটি প্রায় অগ্নিগর্ভ বিষয়। এর পাশাপাশি সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডও একটা বড় সমস্যা। বিশেষ করে ঈদ এবং শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে এই ধরনের ঘটনার নজির এই জেলায় প্রচুর। তবে তন্ময় রায়চৌধুরী এ জেলায় পুলিশ সুপারের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাপক তৎপর হয় জেলা পুলিশ। এমনকী অনুপ্রবেশ বন্ধের ক্ষেত্রের বেশ কিছু কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়। বুধবার বারাসত থানায় ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার উদ্বোধন হল। সন্ধ্যা প্রায় ৮টা নাগাদ এটি উদ্বোধন করেন সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার তন্ময় রায়চৌধুরী, এএসপি (নর্থ) ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, এসডিপিও সুবীর চট্টোপাধ্যায়, বারাসত থানার আইসি জয়প্রকাশ পাণ্ডে, সেকেন্ড অফিসার রাকেশ চট্টোপাধ্যায়-সহ বিভিন্ন পুলিশ আধিকারিক ও পুলিশ কর্মীবৃন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারাসত পুরসভা পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, পুরপারিষদ সদস্য অরুণ ভৌমিক, পাম্পি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। একের পর এক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রুখতে পুলিশের এই পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেন কাকলি দেবী। এদিন বারাসতে ২০টি সার্কিট ক্যামেরার উদ্বোধন হয়েছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তন্ময়বাবু বলেন, ইতিপূর্বে বনগাঁ ও হাবড়ায় সার্কিট ক্যামেরা বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এবার বারাসত ও মধ্যমগ্রামেও তা বসানোর কাজ সম্পন্ন করা হল। এই ক্যামেরা বাসানোর জন্যা স্থানীয় সাংসদ ও বিধায়কদের কাছ থেকেও সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ কর্তারা উল্লেখ করেন। তন্ময়বাবু বলেন, শহরের নিরাপত্তার কারণেই এই সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কাজে সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলিও ব্যাপক সহযোগিতা করেছে পুলিশ বলেও এসপি উল্লেখ কেরন। এএসপি (নর্থ) ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, কোনও জায়গায় অপরাধমূলক ঘটনা ঘটলে ছবি দেখে অপরাধীদের শনাক্ত কার সহজ হবে। এক সাক্ষাৎকারে ভাস্করবাবু বলেন, এই জেলায় সবচেয়ে বেশি পরিমান বাজেটের দুর্গা পুজো হয় বনগাঁয়। তার চেয়ে কিছু কম হাবড়ায়। আর বারাসতে বড় বাজেটের দুর্গা পুজো হয় মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি। একারণে বেশি পুলিশ পোস্টিং কার ব্যবস্থা করা হয়েছে বনগাঁয়। এচাড়অও রয়েছে সীমান্ত সমস্যা। এজন্য সীমান্তরক্ষীদেরকেই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সতর্ক থোকার আবেদন জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি। জেলার সর্বত্র সাদা পোষাকের প্রচুর পুলিশ-সহ মহিলা পুলিশ ও ভ্রাম্যমান পুলিশি টহলদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্পেশাল কন্ট্রোল রুম ও বুথ খোলা হয়েছে পুজোকে কেন্দ্র করে। জেলার স্পর্শকাতর জায়গাগুলোয় রাখা হয়েছে সিসি ক্যামেরা।

বিভিন্ন জায়গায় দর্সনার্থীদের কোনও সমস্যা ঘটতে তা সরাসরি জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট আইসি, ওসিদের ফোন নম্বরে তারা যোগাযোগ করতে পারবেন। এজন্য তাদের মোবাইল নম্বরও প্রতিটি বুথে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিয়োগ করা হয়েছে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক। যানজট ও দুর্ঘটনা এড়াতে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে ট্রাফিক ব্যবস্থাকেও বলে জানালেন ভাস্করবাবু। তিনি আরও জানান, প্রতিটি পুজো কমিটির সঙ্গে নিরাপত্তা বিষয়ে ইতিমধ্যেই মিটিং করা হয়েছে। ইছামতীতে বিসর্জন এই জেলার একটি বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়। এপার বাংলা, ওপার বাংলার এই বিসর্জনে প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে টাকি শহরে। এজন্য টাকি সমন্বয় কমিটির সঙ্গে মিটিং করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। দুর্গাপুজোর পরপরই ৬ সেপ্টেম্বর মুসলিমদের পরব ইদুজ্জোহা একারণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মহিলাদের জন্য ২৪ ঘণ্টা হেল্প লাইন, ওয়েবসাইট ও পুজো গাইডের উদ্বোধন

কুনাল মালিক

আলিপুর: গত শুক্রবার আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পুজো গাইড প্রকাশ করা হল। সেই সঙ্গে এই প্রথম জেলা পুলিশের ওয়েবসাইট, ২৪ ঘণ্টা মহিলা হেল্প লাইন, টেলিফোন ডাইরেক্টরি এবং নোদাখালি থানার উদ্যোগে তৈরি একটি অডিও সিডি প্রকাশ করা হয়। এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিআইজি (পিআর) সুব্রত মিত্র, জেলার পুলিশ সুপার প্রবীন ত্রিপাঠী, অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) অশোক কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আভারু রবীন্দ্রনাথ (ওয়েস্ট), রূপেশ কুমার (ইস্ট), দেবস্মিতা দাস (হেড কোয়াটার) প্রমুখ। জেলার পুলিশ সুপার বলেন, এবার জেলায় মোট ২১১৬টি পুজো হচ্ছে। ৪৫টি জায়গায় পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন থানা এলাকার ক্রিমিনালদের গ্রেফতার করা হয়েছে। চোলাই মদ, অবৈধ বাজি, আগ্নেয়াস্ত্র আটক করা হয়েছে। প্রতিটি থানা এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সিভিক পুলিশদের ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পুজোর দিনগুলোতে রাস্তায় ভিড় সামলাতে তাদের কাজে লাগানো হবে। এদিন একটি পুজো সংক্রান্ত টেলিফোন ডাইরেক্টরি প্রকাশ করা হয়। এই প্রথম জেলার মহিলাদের সহযোগিতা করার জন্য হেল্প লাইনের উদ্বোধন করা হয়। মহিলা যে কোনও সমস্যায় ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা পাবেন। ফোন নম্বর দুটি হল - ৯০০৭৩৫৫৫৫৫ এবং ৯০০৭৪৫৫৫৫৫। এদিন জেলা পুলিশের ওয়েবসাইট প্রকাশ করা হয়, যেখানে জেলার প্রতিটি থানার ফোন নম্বর সহ থানার যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে। এমনকী যে কোনও ব্যক্তি অনলাইনের মাধ্যমে তার সমস্যার কথা জেলার পুলিশ সুপারকে জানাতে পারবেন।

দেশপ্রেম দিবস ঘোষণার দাবি

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন ২৩শে জানুয়ারি জাতীয়

দেশপ্রেম দিবস হিসাবে ঘোষণার দাবিতে নেতাজি সুভাষ মিশনের ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল, গত ১৯শে সেপ্টেম্বর রাজভবনে রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠির সঙ্গে দেখা করেন। প্রতিনিধি দলের পক্ষে সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান যে, আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতি জাতীয় সম্মান প্রদর্শন, আজাদ হিন্দ ফৌজের গচ্ছিত অর্থ ও সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য প্রকাশ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নামে জনকল্যাণকর প্রকল্প ঘোষণা এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের জন্মস্থান ওড়িশার কটকের বাড়িটিকে জাতীয় ঐতিহ্যপূর্ণ বাড়ি হিসাবে দাবী সহ ছয়দফা স্মারক লিপি রাজ্যপালের কাছে পেশ করা হয়।

প্রতিনিধি দলের সদস্য গোপা মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালের কাছে অনুরোধ করেন, সুভাষ চন্দ্র সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্য সরকারের ফাইলবন্দী রয়েছে তা প্রকাশ্যে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেন উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি আশ্বাস দেন যে তিনি এই দাবিগুলি বিবেচনা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠাবেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নির্মাল্য চক্রবর্তী প্রমুখ।

মঙ্গল হোক

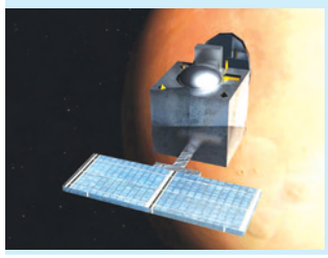

গত বুধবার সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়ে ভারতের মঙ্গল যান পা রেখেছে মঙ্গলে। এই ইতিহাস গড়ার জন্য ইসরোর সমস্ত বিজ্ঞানী, কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ভারতীয়দের দাবি। মঙ্গল হোক আমাদেরও।

সম্পাদক

ছুটি

আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে আলিপুর বার্তার সমস্ত দফতরে ছুটি থাকায় আগামী ৪ অক্টোবর আলিপুর বার্তা প্রকাশিত হবে না। পুনরায় যথারীতি পত্রিকা প্রকাশিত হবে ১১ অক্টোবর থেকে।

অনুপস্থিতির চতুর্থ বর্ষ পূর্তিতে
আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

তরুণ ভূষণ গুহ

প্রকট : ১৭ নভেম্বর ১৯৩১
অপ্রকট : ৫ অক্টোবর ২০১০

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
ও আলিপুর বার্তা পরিবার

শেয়ার বাজারের উত্তেজনা হার মানায় টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটকেও

শুদ্ধাশিস গুহ

একদিনের উত্তেজনাপূর্ণ খেলা দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই রয়েছে। হালফিলের ছেলেপুলেরা তো ৫০ ওভারের ম্যাচের চেয়ে অনেক বেশি উপভোগ করে টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটের আমেজ। কিন্তু শেয়ার বাজারে রোজ যে নাটকীয়তা বা উত্তেজনা তৈরি হয় তা যে কোনও টি–টোয়েন্টি ম্যাচকে হার মানাতে পারে। অন্তত দীর্ঘদিন এই বাজারে থাকার অভিজ্ঞতা হেতু এই মন্তব্য করলাম। আশা করি যে বা যারা শেয়ার বাজারের সঙ্গে যুক্ত তারা এই বিষয়ে একমত হবেন।

শেয়ার বাজার যেন জীবনের ওঠানামার মতো। বা বলা যায় সাপ–লুডো খেলার মতো ব্যাপার স্যাপার। এই যেমন গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ দিনটি শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে বলা চলে দোলাচলে পরিপূর্ণ একটি দিবস। ইংরেজিতে যাকে কেতাবি করে বলা হয়ে থাকে ভোলাটাইল মার্কেট। খুব অভিজ্ঞ ট্রেডার বা লগ্নিকারী না হলে এসময়টা অন্যদের এড়িয়ে চলাটা বেশি ভালো। বাজারে এখন একটা চাপা কলরব শোনা যাচ্ছে যে, কারেকশন বা সংশোধনী নাকি অবশ্যম্ভাবী। তবে সেটা কবে হবে সেই ব্যাপারে কেউ কোনও উচ্চবাচ্য পর্যন্ত করছে না।

টিভি চ্যানেলে বসে কিছু বিশেষজ্ঞ বলছেন বাজার খুব ভালো অবস্থানে রয়েছে, অমুক গ্রুপ বা তমুক গ্রুপের শেয়ার ভালো পারফর্ম করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও এদের কেউই কিন্তু বাজারের কারেকশনের মাহেন্দ্রক্ষণটা কিছুতেই বাতলাতে পারছে না। সূত্রের খবর অক্টোবর মাসের শুরুতে যে ত্রৈমাসিক ফলাফল আসতে শুরু করবে তাতে হয়তো বাজারে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে।

এটা খারাপ দিকে যাবে না ভালো দিকে বাঁক নেবে তা নিয়েও চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। একদলের মতে ত্রৈমাসিক ফল নাকি খুব ভালো হতে চলেছে। এখানেই আবার অন্য অংশের বক্রোক্তি যে যতটা ভালো মনে করা হচ্ছে ততটা নাকি ভালো ফল হবে না এবার। এখানেই ধারণা করা হচ্ছে বাজারের কারেকশনটা তাহলে প্রভাবিত হবে এই ফলাফলের লগ্ন থেকেই। জোরগলায় যদিও কিছুই বলা যায় না। উৎসবের মরশুমে বাজার ভালো থাকবে এই আশা সাধারণ লগ্নিকারী নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে দীপাবলীর শুভ মুহূরৎ ট্রেডিং অনেকসময়ই খারাপ দিনে পর্যবসিত হয়েছে। তাতে ঘাবড়ে যাচ্ছেন না অন্যরা। কারণ যারা ইতিমধ্যেই বাজারের সেই খারাপ দিনগুলি অবলোকন করেছেন তারা তো ভালো চাইবেন। কখনই রিশেসন বা আর্থিক মন্দার কালো দিনের পুনরাবৃত্তি চাইবেন না কেউই।

সোমবারের ট্রেডিংয়ের দিন নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা হচ্ছিল। ওইদিন আরও একটি জিনিস নজরে এসেছে। ডিফেন্সিভ স্টক হিসেবে পরিচিত আইটিসি খুব ভালো চলাফেরা শুরু করেছে। দীর্ঘদিন রেঞ্জবাউন্ড থাকার পর আইটিসি হঠাৎ করেই ৩৭০–এর ঘর পেরিয়ে গিয়েছে। গত এক বছরে এই স্টকটা নিচের দিকে ৩১০ আর উপরে ৩৯০ এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। আশা করা যাচ্ছে এবার আইটিসি তার উপরের দিকের গতিবিধি আরও অনেকটা বাড়িয়ে ফেলতে পারবে। সেক্ষেত্রে ৪০০ টাকার অঙ্কে পৌঁছে যেতেই পারে এই আকর্ষণীয় স্টকটি। এই শেয়ারের দাম বৃদ্ধি কিন্তু বাজারের আশু কারেকশনকে ইঙ্গিত করছে। এমন ধারণা বহু শেয়ার বিশেষজ্ঞের।

অর্থনীতি

অতীতেও শেয়ার বাজারে অনেকবার সংশোধনী আসার আগ মুহূর্তে আইটিসিকে তেড়েফুঁড়ে বাড়তে দেখা গিয়েছে। সেরকম একটি সম্ভাবনা এবারেও দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও যে সেক্টরগুলি এই আপ মুভে ভারী যোগদান করেছিল সেই ফার্মা এবং আইটি সেক্টরে বড় কারেকশন শুরু হয়ে গিয়েছে সপ্তাহের প্রথম থেকেই। তবে অটো ইনডেক্স এখনও যথেষ্ট ভালো জায়গায় রয়েছে। হিরো মোটর–কপ বা অন্য কয়েকটি শেয়ার এখনও নিজেদের দামের প্রতি আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। তবে এদের এই র‍্যালিও আর কতদিন চলবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে বাজারের অভ্যন্তরেই। কারেকশন বা সংশোধনী যে দরকার সেই ব্যাপারে একমত অনেকেই। এদের বক্তব্য বাজারে যদি কারেকশন না হয় সঠিক সময়ে তবে সেখানে একটা ওভারবট পরিস্থিতি তৈরি হয়। যাতে করে পরে ক্ষতিগ্রস্ত হন লগ্নিকারীরা। উঁচুতে শেয়ার কিনে ফেঁসে যেতে হয় তাঁদের। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বাজারে একটা বিক্রিবাট্টার প্রয়োজন হয়। এখন দেখা যাক সেই সময়টা কবে নাগাদ শুরু হয়। তা বলে এখন ভারতীয় বাজার বা বিশ্বের আর্থিক পরিস্থিতি যেদিকে ধাবমান তাতে করে মারাত্মক কিছু একটা সংশোধনী নাও হতে পারে। এই কারেকশন শতকরা হিসেবে ৫–৭ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলেই মনে করছেন অনেকে। বেশি হলে হতে পারে ১০ শতাংশ পর্যন্ত। এখানেই কিন্তু সাধারণ লগ্নিকারীদের সাবধানতার প্রয়োজন। কারণ আগেও একাধিকবার দেখা গিয়েছে বাজার যখন পড়ে মানে তাতে যদি ৭–৮ শতাংশ কারেশন সংগঠিত হয় তখন মিডক্যাপের শেয়ার দর অতিরিক্তভাবে পড়তে থাকে। অনেকসময় তা ৩০–৪০ শতাংশেও পৌঁছে যায়। ফলে অনেক বেশি দামে শেয়ার কিনে আটকে পড়তে হয়। আবার অনেককে দেখা যায় বেশি লাভ পেয়েও হাতের শেয়ার না বেচতে। পরে অনেক কম লাভে বা গায়ে গায়ে গিয়ে সেই

শেয়ার ছাড়তে হয় তাদের। এই ধরণের পরিস্থিতি থেকে বেরতে আরেকটা বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। আর সেটা অতি অবশ্যই মানসিকতায় রদবদল আনার মধ্যে দিয়ে হওয়া উচিত। কারণ অনেকেই মনে করেন যে কম দামে বেশি সংখ্যক শেয়ার কেনা যায়। এইসময় তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে অনেক অনামি শেয়ার কিনে বসে। এই অপ্রিয় পরিস্থিতি এড়াতে উচিত সবসময় লার্জ ক্যাপ বা ব্লু চিপ শেয়ার খরিদ করা। ভালো শেয়ারের দাম বেশি হওয়ার ফলে হয়তো হাতে শেয়ারের সংখ্যা কম হয় কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে তা লাভজনক হয়। সর্বোপরি পস্তাতে হয় না কোনওভাবেই। তাই এইসব মাথায় রেখে এবং শেয়ার বাজারের ভরপুর উত্তেজনাকে সঙ্গে নিয়ে তবেই আসরে নামতে হয়। না হলে কিন্তু লবডঙ্কা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সেদিন পাড়ার চায়ের দোকানের কথোপকথন দিয়ে এই লেখায় শেষের টান দিচ্ছি। এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক হঠাৎ করেই বলে বসলেন যে শেয়ার বাজারটাই নাকি ভালো নয়, এখানে কেউ কখনও লাভবান হতে পারে না।

পরে অবশ্য তিনি জানান যে সব শেয়ার কিনে তাঁর ক্ষতি হয়েছে তা কোনও নামি সংস্থার নয়। ভদ্রলোকের পাশে বসে চা খাচ্ছিলেন আরও এক বয়স্ক ভদ্রলোক। তিনি কিন্তু অকপটে বললেন আজ পর্যন্ত শেয়ার বাজার থেকে তাঁর ক্ষতি হয়নি। বলাইবাহুল্য তাঁর সংগ্রহে রয়েছে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং নামি সংস্থার শেয়ার। এখান থেকেই তফাৎ বুঝে নিতে হবে শেয়ার বাজার সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে তাঁদের। অন্তত তাতে মালামাল হবেন না। কিন্তু একইসঙ্গে কুপথেও চালিত হবেন না।

বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবস্থাপনায় এখন বেড়েছে অনেক কাজের সুযোগ

এইট পাশ থেকে গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে শক্তি ব্যবস্থাপনার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শক্তি বিভিন্ন ধরনের হলেও শিল্পক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় বিদ্যুৎ শক্তির। ভারতের আর্থিক উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যুৎ শক্তির বৃদ্ধি ও কার্যকারিতার ওপর। সরকারি এক তথ্য অনুসারে, আগামী ১০ বছরে দেশের ব্যাপক উন্নয়নের জন্য বার্ষিক ৮–১০ লাখ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের দরকার। আর্থিক সংস্কারের পর রাজ্যগুলিতে বিদ্যুৎ পর্ষদ তৈরি হওয়ার ফলে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ব্যাপক পরির্তন এসেছে। সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি শিল্পসংস্থাও বিদ্যুৎ রক্ষা, প্রসার ও বিতরণে এগিয়ে এসেছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও কলকাতা সংলগ্ন এলাকার বিদ্যুৎ বন্টন ও সংযোগের দায়িত্বে আছে রমাপ্রসাদ–সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সিইএসসি।

বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন বাড়ানো, বিদ্যুতের প্রসার,বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার কাজে অনেক দক্ষ লোকের দরকার হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিমন্ত্রকের শক্তি ক্ষেত্রের পেশাদারদের চাহিদা আছে,অথচ যোগ্য কর্মী নেই। এজন্যশক্তিমন্ত্রকশক্তিব্যবস্থাপনায় মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে নজর

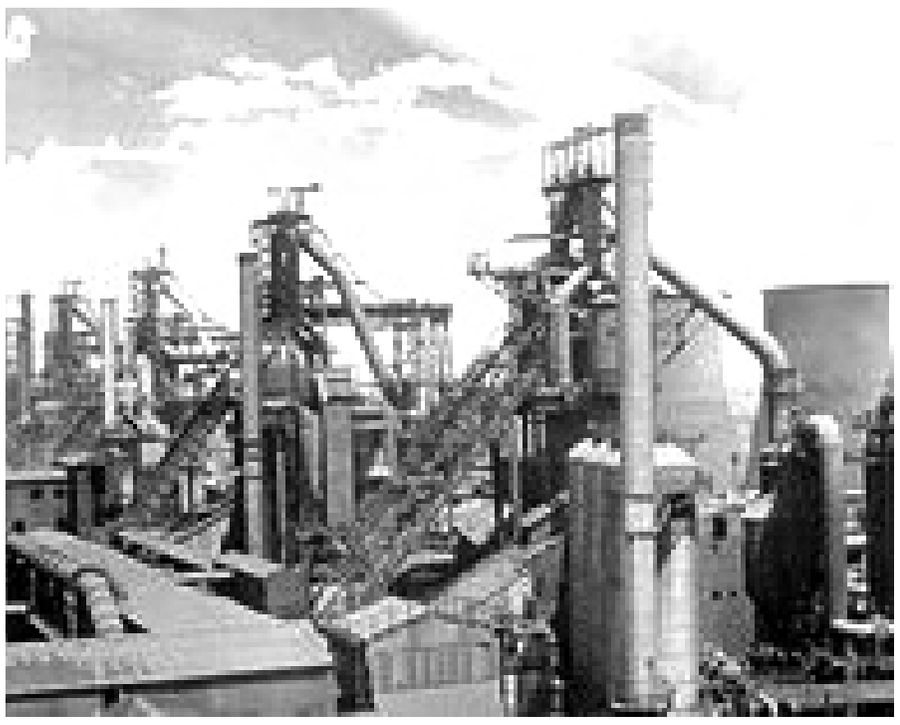

কাজের খবর

দিচ্ছে। আর শক্তি ব্যবস্থাপনা এমনই এক কাজের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র, যেখানে যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী এইট পাশ থেকে গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতার ছেলে মেয়েদের কাজের সুযোগ আছে। এই মুহূর্তে শক্তি ব্যবস্থাপনায় তৈরি হয়েছে কেরিয়ারের নতুন নতুন পথ।এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক নতুন পথগুলি।

(১) এনার্জি টেকনোলজিস্ট : এনার্জি টেকনোলজিস্টের কাজ শিল্পক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার, উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ করা। এই পদে নেওয়া হয় মূলত বিজ্ঞান ও কারিগরি শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলে মেয়েদের।

(২) এনার্জি ম্যানেজার : এনার্জি ম্যানেজারদের কাজের মধ্যে আছে শিল্পক্ষেত্রে শক্তির সমস্যা খতিয়ে দেখে তার সমাধান সূত্র খোঁজা, শক্তি সংরক্ষণ, কোথায় কত শক্তি খরচ হচ্ছে তার হিসাব রাখা, শক্তি সংরক্ষণের নীতি নির্ধারণ, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে তার আর্থিক দিক খতিয়ে দেখা, শক্তির অপচয় কমিয়ে ও শক্তি ক্ষেত্রে খরচ কমিয়ে কোম্পানিগুলোকে লাভের মুখ দেখানো। এই এনার্জি ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি হল : পাওয়ার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, পাওয়ার জেনারেশন, ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন, পাওয়ার ট্রেডিং, পাওয়ার প্রোজেক্ট প্ল্যানিং, ফিনান্সিং, কার্বন ফিনান্সিং মার্কেট। এই পদের জন্য নেওয়া হয় এনার্জি ম্যানেজমেন্ট পাশ ছেলেমেয়েদের।

(৩) এনার্জি ইকনমিস্ট : শক্তি উৎপাদনের নীতি ও প্রকল্পের তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিশ্লেষণ করারদায়িত্ব পালন করেন এনার্জি ইকনমিস্টরা। এই পদের জন্য নেওয়া হয় অর্থনীতি বিষয়ের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর প্রার্থী।

(৪) এনার্জি অডিটর : কোথায় কত বিদ্যুৎ শক্তি খরচ হচ্ছে,তার হিসাব–নিকাশ রাখেন এনার্জি অডিটর। বাণিজ্য শাখার ছাত্রছাত্রীরা এই পদে কাজ করতে পারেন।

(৫) এনার্জি প্রাইসিং এক্সপার্ট : শক্তি উপভোক্তাদের (স্থানীয় জনসমাজের) ক্রয়ক্ষমতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা মাথায় রেখে শক্তির বিক্রয়মূল্য ঠিক করেন এঁরা। যে কোন্য শাখার স্নাতকরা এই পদের জন্য যোগ্য। তবে বিবিএ ও এমবিও পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন।

(৬) রিসার্চার : শক্তি সংরক্ষণ ও দূষণ রোধের নতুন ও উন্নততর পথ আবিষ্কারের কাজ সব সময়েই চলে। সেই কাজটি করেন রিসার্চার। অঙ্ক, সংখ্যাতত্ত্ব, বাণিজ্য শাখার প্রার্থীরা এই পদের জন্য যোগ্য।

(৭) পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ইঞ্জিনিয়ার : শক্তি সরবরাহ সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরি ও তার প্রয়োগ করেন এঁরা। এই পদের জন্য যোগতা লাগে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি কোর্স পাশ।

(৮) এনার্জি এফিশিয়েন্সি ফিনান্স অ্যানালিস্ট : শক্তি সংরক্ষণ প্রকল্পের বাণিজ্যিক যুক্তিগ্রাহ্যতা নির্ধারণ করতে প্রয়োজন হয় এই পেশাদারদের। প্রকল্পটি লাভজনক কিনা, মূলত এই প্রশ্নটি এঁরা খতিয়ে দেখেন। এই পদের জন্য যোগ্যতা চাওয়া হয় অঙ্ক, বাণিজ্য, সংখ্যাতত্ত্বের স্নাতক বা এমবিএ (পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট) কোর্স পাশ।

(৯) টেকনিক্যাল পদ : বিদ্যুৎ শিল্পে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র অপারেটর অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনিশিয়ান গ্রেড III পদে কর্মী নেওয়া হয়। টেকনিক্যাল পদের জন্য দরকার আইটিআই থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি কোর্স পাশ।

(১০) ইলেক্ট্রিশিয়ান : বিদ্যুৎ শিল্পের এন্ট্রি লেভেলে সবথেকে বেশি কাজের সুযোগ আছে ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডে। সংশ্লিষ্ট ট্রেডের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ বা আইটিআই থেকে ট্রেড সার্টিফিকেট কোর্স পাশদের নেওয়া হয়।

(১১) অন্যান্য পদ : এছাড়াও কাজের সুযোগ রয়েছে ক্যাশিয়ার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, মিটার রিডার, হিউম্যান রিসোর্স ও লজিটিক্স ক্ষেত্রে। পদ অনুযায়ী যোগ্যতা লাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ থেকে স্নাতক।

সরকারি ক্ষেত্রে চাকরি : সরকারি ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ আছে এইসব সংস্থায় : ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, পাওয়ার ফিনান্স কর্পোরেশন, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি লিমিটেড ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ।

বেসরকারি সংস্থা : ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন (সিইএসসি)। কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিমন্ত্রক থেকে ডেডিগনেটেড ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে পাওয়ার বা এনার্জি ম্যানেজার নেওয়া আবশ্যিক করা হয়েছে। এই ধরনের শিল্প সংস্থাগুলি হল : থার্মাল পাওয়ার, ফার্টিলাইজার, সিমেন্ট, লৌহ ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, টেক্সটাইল, পাম্প ও পেপার।

কোথায় কী কোর্স পড়ানো হয় : **(ক) এনার্জি ম্যানেজমেন্ট :** এনার্জি ম্যানেজমেন্টের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স পড়ানো হয় পূর্বাঞ্চলের একমাত্র ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক নিয়ে বিজ্ঞান শাখার অনার্স গ্র্যাজুয়েট বা, অর্থনীতির অনার্স গ্র্যাজুয়েট বা, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা এই কোর্স পড়তে পারেন। প্রার্থী বাছাই হয় ম্যাটের (এমএটি) মাধ্যমে।

আসন : ৩০টি। ২ বছরের কোর্স।

যোগাযোগের ঠিকানা : আইআইএসডব্লুবিএস, কলেজ স্কোয়ার (ওয়েস্ট) কলকাতা–৭৩।

(খ) এনার্জি টেকনোলজি : এনার্জি টেকনোলজিতে এম টেক পড়ানো হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন আই আই টিতে। বি টেক পাশরা এই কোর্স পড়তে পারেন।

(গ) ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রিশিয়ান : ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজে ও পলিটেকনিকে। ডিগ্রি কোর্সের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই হয় পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে। বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা এই পরীক্ষায় বসতে পারেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বিভিন্ন বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয়। ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নেওয়া হয় JEXPO পরীক্ষার মাধ্যমে। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয় বিভিন্ন পলিটেকনিকে।

এর পর আগামী সংখ্যায়

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৭ সেপ্টেম্বর – ৩ অক্টোবর, ২০১৪

মেষ: সময় সময় ক্রোধ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়বে এবং যার দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক। হঠাৎ স্বাস্থ্যহানি হয়ে যেতে পারে। মানসিক আঘাত মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলবে। ক্রয়–বিক্রয় বিষয়ে এগিয়ে যেতে পারেন, ফল শুভ হবে। লেখাপড়ার জন্য মনোনিবেশে আগ্রহী হবেন। সাবধানে চলুন।

বৃষ: দুর্দান্ত গতিবেগে ঝড় এখনও অব্যাহত থাকবে। কথাবার্তায়, চলাফেরায় সকল সময় সংযতভাব অবলম্বন করা প্রয়োজন। আর্থিক বিষয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেও এগিয়ে যেতে পারবেন। দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে বড়ই ভাবনা চলবে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে।

মিথুন: এভাবে কষ্ট কোরো না একদম, মাঝে মাঝে এমন আঘাত আসবে যা সহ্য ক্ষমতার বাইরে। এই সময় শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হবেন না। যদি হন তবে সাংসারিক অশান্তির মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। দেবগুরু কিছু কিছু সাহায্য করবে। শিক্ষায় বাধায়।

সিংহ: কিছুটা ভাল হলেও আবার খারাপের দিকে এগিয়ে যাবেন। লোকের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বড় থেকে ছোট পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীরা পেছনে লাগবে চেষ্টা করবে। ব্যবসায় বাধার মধ্যেও লাভযোগ রয়েছে।

কর্কট: সময়টা ভাল হয়েও ভাল হতে চাইছে না। অনেক কষ্টে পারিপার্শ্বিক বাধাগুলি থেকে কিছুটা শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তন হওয়া বিচিত্র নয়। মেয়েরা প্রদরজনিত পীড়ায় বেশ কষ্ট পাবে। সমস্ত কাজের মধ্যে সংশয় ও সন্দেহ থাকবে।

কন্যা: দম্ভ করে কোন কাজ করতে যাবেন না। অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা আছে। বিপদকে কাটিয়ে উঠতে পারবেন না। শিক্ষা ক্ষেত্রে গোলযোগ দেখা যাবে। ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। বিরোধপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হবে সাবধান থাকবেন।

তুলা: ব্যয় মাঝে–মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। আত্মীয়–স্বজনের সঙ্গে সম্ভার রক্ষা করা কঠিন। সঙ্গে সাংসারিক জীবনে অশান্তির ভাব ফুটে উঠবে। চুরি বা প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। কর্মক্ষেত্র শুভ।

বৃশ্চিক: শরীর সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। ক্ষতি না হলেও রক্তপাত সম্ভাবনা হয়েছে। উচ্চ আদর্শের লড়াইয়ে সাফল্য লাভ করবেন। সহজেই মনকে চঞ্চল হতে দেবেন না। স্বাধীন পেশাজীবীর পক্ষে সময়টি শুভ হবে। ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে।

ধনু: রুদ্র, রুদ্ররূপ ধারণ করে এগিয়ে যেতে চাইবে। সংযত না হলে বিপদের বোঝা বাড়বে। লেখাপড়া নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হবে। ব্যবসার বিষয়ে বহু প্রস্তাব আসবে। কর্মযোগ শুভ। আয় মনের মতো হবে না। বাতের–পীড়ায় অনেক ভীষণ কষ্ট পাবেন। অন্যের মতামত নেবেন না।

মকর: দায়িত্বপূর্ণ কাজে লাগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। নিত্য, গীত, শিল্প ও সাহিত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। যানবাহন, গৃহভূমি বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে। বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ।

কুম্ভ: কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ এখনও হবে না। বিচার বিবেচনা করে এগিয়ে যেতে হবে। শুভ কাজ যতই করুন না কেন ফল শুভ হবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকে ভাল ফল করতে সক্ষম হবেন। পিতাপুত্রের দ্বন্দ্ব চলবে।

মীন: নিজের জীবনকে তৈরি করার জন্য বহু সুযোগ আসবে তাহলে অবশ্যই জয়লাভ করবেন। শত্রুরা ঈর্ষাজনিত হয়ে পিছনে লাগার চেষ্টা করবে। লেখাপড়ায় উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। স্নেহ–প্রীতিলাভের যোগ রয়েছে।

ফলতায় গুণীজন ও কৃতি ছাত্রছাত্রী সম্বর্ধনা

মেহবুব গাজি

ফলতা: ফলতা নবেচেতনা আয়োজিত গুনিজন সম্বর্ধনা ও কৃতি ছাত্রছাত্রী সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান হল সহরারহাট শ্রীদুর্গা প্রেক্ষাগৃহে। এদিন উপস্থিত ছিলেন গুনিজন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও এশিয়ার সেরা কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ ভবতোষ বিশ্বাস। এছাড়াও ছিলেন ফলতা বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ, সভাপতি মঞ্জু নস্কর, সহকারি সভাপতি আসরাফ আলি লস্কর, ব্লক সভাপতি ও জেলা পরিষদেয় খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ ভক্তরাম মণ্ডল ও বিডিও দেবত্তোম দত্ত চৌধুরী ও আরও অনেকে। এছাড়া ছিল বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। এদিন প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। ফলতা ব্লকে ৬৪ জন ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা করা হয়। এছাড়া নবচেতনার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় গুনীজন বিধানসভার স্পীকার বিমান চট্টোপাধ্যায় ও এশিয়ার সেরা কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ ভবতোষ বিশ্বাস। উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেয় গুনীজনদের। এদিন অনুষ্ঠানের স্পীকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিধায়ক তমোনাশ ফলতার মানুষের কথা ভাবেন আমি তার এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই।' ডাঃ ভবতোষ বিশ্বাস বলেন, 'আমি বিধায়ককে ব্যক্তিগতভাবে বহু বছর আগে থেকে জানি। তখন উনি বিধায়ক ছিলেন না। তখন থেকেই মানুষের পাশে যেভাবে ছিলেন তারই প্রতিফলন আজ উনি বিধায়ক।

মানুষের সুখ দুঃখে তিনি পাশে থাকেন। এছাড়াও তিনি বলেন, স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। এবং আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনা শিবির করতে হবে। এদিন বিধায়ক বলেন, ফলতায় ৬৪ জন ছাত্রছাত্রীকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। কিসাম খাতুন নামে একটি মেয়ে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে সুযোগ পায় তাকে আগামী দিনে আর্থিক সাহায্য করা হবে। এখানে ২টি অনাথ আশ্রম আছে, তাদেরকে পুজোর আগে বস্ত্র দান করা হবে। নারী শিক্ষার জন্য একটি জমি খোঁজা হচ্ছে। সেখানে গড়ে উঠবে একটি নারী শিক্ষা কল্যান কেন্দ্র। পিছিয়ে পড়া মহিলারা এসে শিক্ষা নিতে পারবে। এদিন সর্ব্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত উচ্চমাধ্যমিক (৪৫৭) বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র সৌরভ কাঞ্জি বলে, আমাদের মতো ছাত্রদের যে নবচেতনা সম্মান দিয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমাদের দেখে আগামী প্রজন্ম অনুপ্রানিত হবে এবং আশা করছি জেলার মধ্যে আমরাই প্রথম আসনে বসব।

দুর্ঘটনা রোধে বকখালিতে সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: বকখালির সমুদ্রে দুর্ঘটনা রোধে এবার দশ দফা বিজ্ঞপ্তি জারি করল ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানা। শনিবার বিশ্ব উপকূল পরিচ্ছন্নতা দিবসের দিন এই বিজ্ঞপ্তি জারি করল প্রশাসন। এদিন স্থানীয় থানার পুলিশের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উপকূল রক্ষী বাহিনীর কর্মী, মৎস্যজীবী, হোটেল মালিক–কর্মচারী, তটের দোকানদার, ব্যবসায়ী ও এলাকার স্কুল পড়ুয়ারা। এদিন সকাল থেকে উপকূলের আবর্জনা, বর্জ পদার্থ পরিষ্কারের কাজ শুরু হয় সম্মিলিত উদ্যোগে। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে এই কর্মসূচী। পরে পুলিশের পক্ষ থেকে দশ দফা এই বিজ্ঞপ্তি তিনটি ভাষায় ফ্লেক্স তৈরি করে লাগিয়ে দেওয়া হয় তটে। বিগত কয়েকমাসে বকখালির সমুদ্রে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের। সব ক্ষেত্রে পুলিশের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। গত সপ্তাহে মৃত্যু হয় জোকা আইআইএমের ছাত্রী মোনালিসা গুপ্তা'র। উত্তরপ্রদেশের ছাত্রীর এই মৃত্যুর পর প্রশাসন নড়ে বসে। এরপর প্রশাসন বৈঠকে বসে দুর্ঘটনা রোধে একাধিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার ওসি. জয়ন্ত পোদ্দার বলেন, 'আমরা দুর্ঘটনা রোধে দশ দফা বিজ্ঞপ্তি তিনটি ভাষায় ফ্লেক্স করে লাগিয়ে দিয়েছি। এছাড়া পুলিশ তটে মাইক নিয়ে প্রচার চালাবে। এই নির্দেশিকা সব হোটেলেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তটের দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের প্লাস্টিক ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে। বর্জ সমুদ্রে ফেলতে বারণ করা হয়েছে।' এখানে উপকূল রক্ষী বাহিনী একটি চৌকি গড়ে উঠছে। এই চৌকিটি গড়ে জলপথে নিরাপত্তা বাড়ানো যাবে বলে প্রশাসনের দাবি। আগামী মাস থেকে পর্যটকদের ভিড় বাড়বে বকখালিতে।

ডায়মন্ড হারবার থানা ঘেরাও করলেন বিধায়ক দীপক হালদার

শুভজিৎ দাস

ডায়মন্ড হারবার: ডায়মন্ড হারবার থানার সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বিতর্কিত বিধায়ক দীপক হালদার। গত শনিবার দীপক হালদার ও অমিত শাহ নেতৃত্বে ডায়মন্ড হারবার থানা ঘেরাও করে তৃণমূল কংগ্রেস। ডায়মন্ড হারবারে বিভিন্ন জায়গায় যে মারপিটের ঘটনা ঘটেছে এবং ডায়মন্ড হারবার থানায় অভিযোগ হওয়া সত্ত্বেও কোনও সুরাহ মিলছে না। এদিন উপস্থিত ছিল পার্বতীপুর নওসা, নতুনহাট এলাকার বিভিন্ন মানুষজনও। বিধায়ক অভিযোগ করেন, 'যে থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি সিপিএমের মদতপুষ্ট হয়ে কোনও গণ্ডগোলের ঘটনার তদন্ত করছে না। এদিকে বিভিন্ন এলাকার মানুষ অসহায় হয়ে থানায় আসছেন অথচ তারা কোনও সমস্যার সমাধান করেত পারছে না। বিধায়কের থানা ঘেরাওকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল ধিক্কার জানিয়েছে। এদিন থানায় ডেপুটিশন দেওয়া হয় দীপক হালদার নেতৃত্বে আইসির পদত্যাগ নিয়ে। অপরদিকে স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সমস্ত ঘটনার তদন্ত হচ্ছে। পুলিশ অতি দ্রুততার সঙ্গেই কাজ করছেন। বিধায়ক এর অভিযোগ ভিত্তিহীন।

বাজীর কারখানায় আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উস্থি। গত বুধবার সকালে একটি বাজী তৈরির কারখানায় হঠাৎই আগুন লাগলে মৃত্যু হয় ১ জনের, জখম হয় ২ জন। মৃত শ্রমিকের নাম ভোম্বল মণ্ডল (১৪)। জখমরা গরি হালদার, সুপর্ণা হালদার কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্থি থানার বলরামপুর সাত হাতি গ্রামে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বলরামপুর সাত হাতি গ্রামে অবৈধ একটি বাজী কারখানায় বেশ কয়েক শ্রমিক বাজী তৈরি করছিল। হঠাৎ–ই ভীষণ শব্দ করে কারখানার চাল উড়ে যায় এবং আগুন লেগে যায়। স্থানীয় মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তারা উস্থি থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। আসে দমকলের ২টি ইঞ্জিন। তবে স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় আগুন নিভে যায়।

জীব বৈচিত্র্যের প্রদর্শনী ট্রেন বারাসতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা: জীব বৈচিত্র্য (বায়ো ডাইভার্সিটি) সচেতনতা অভিযান উপলক্ষে এক বিশেষ প্রদর্শনী ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের তিতুমীর সভাকক্ষে এই মর্মে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) সৈকত কুমার দত্ত, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের আধিকারিক সন্দীপন দাশগুপ্ত, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জ্যোতি চক্রবর্তী ও জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অরুণাভ মিত্র। আধিকারিকরা জানালেন, ভারতীয় রেলের উদ্যোগে এই বিশেষ প্রদর্শনী ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে ক্ষেত্রীয় প্রচার নির্দেশালয় (চুঁচুড়া ও মেদিনীপুর শাখা)।

অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) সৈকত কুমার দত্ত বলেন, 'উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত রেল স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ১৬ বগির এই ট্রেনটি আসবে ২৫ সেপ্টেম্বর ভোরে, ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থাকবে। জেলার ২০০টি গ্রাম পঞ্চায়েত–সহ সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকে ইতিমধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে জেলার বিভিন্ন মানুষ ও ছাত্রছাত্রীরা এই জীব বৈচিত্র্য প্রদর্শনীতে শামিল হতে পারে।' সন্দীপনবাবু বলেন, প্রকৃতির ভারসাম রক্ষায় জীব জগতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আবার এই জীবজগৎকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ। এই পরিবেশকে অক্ষুণ্ণ রাখতে তাই প্রয়োজন জল সংরক্ষণ ও দূষণমুক্তির।

জ্যোতি চক্রবর্তী ও অরুণাভ মিত্র বলেন, ২৫ সেপ্টেম্বর এই সংক্রান্ত একটি র‍্যালি বারাসতের রবীন্দ্রভবন থেকে শুরু করে বারাসত স্টেশন পর্যন্ত আসবে। এই র‍্যালিতে থাকবে জীব বৈচিত্র্য সম্পর্কিত বিভিন্ন ট্যাবলো। ২৬ সেপ্টেম্বর থাকবে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিশেষ ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, ২৭ সেপ্টেম্বর থাকছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলবে।

তারা আরও বলেন, এই প্রদর্শনীর শিক্ষণীয় বিষয়গুলি নিয়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীরা যদি নিজের নিজের এলাকায় কাজ করতে পারে, তবে হবে এই প্রদর্শনীর সার্থকতা। ২০০৭ সাল থেকে ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি তিন বছর অন্তর এটি হয়। শুধু থিমের পরিবর্তন হয় মাত্র বলে উল্লেখ করেন সন্দীপনবাবু।

চন্দননগরে বিজেপি'র প্রশিক্ষণ শিবির

মলয় সুর

হুগলি: ভারতীয় জনতা পর্টি চন্দননগরে মণ্ডল শাখার নেতৃত্বে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে। রবিবার চন্দননগরে নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির প্রেক্ষাগৃহে বিজেপি নেতা স্বর্গীয় ডঃ তৃপ্তি রতন দত্ত'র স্মরনসভা এবং এরই পাশাপাশি বিজেপি'র কর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা হয়। এদিন জেলা রাজ্য বিজেপি'র সম্পাদক অসীম সরকার বক্তব্যে বলেন, সারদা কেলেঙ্কারির জের টেনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আরও সুর চড়াল। একদা যাঁকে বিদ্রোহী কন্যা বলে রাজ্যবাসী জানত, মাত্র তিন বছর ক্ষমতায় থাকার পর গোটা দেশ এখন তাঁকেই অপরাধীদের আশ্রয়দাতা ও দুর্নীতির রানী বলে চিনছে। সিঙ্গুরে না হল কৃষি না হল শিল্প। সেখানকার চাষীদের বঞ্চিত করা হয়েছে। এই সরকার পরিবর্তনের নামে কৃষকদের ঠকিয়েছে। অন্যদিকে এ ব্যাপারে চন্দননগরে মণ্ডল শাখার সভাপতি নিত্য ঘোষ দস্তিদার বলেন, আমরা জানি, জটিল সমস্যার এখনই সমাধান হবে না। কিছু বিষয়ে আমাদের চুক্তি বা মীমাংসা করে নিতে হবে। বিষয়গুলির জন্য আমাদের হয়ত আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হল এগিয়ে চলা। বিজেপি'র সদস্য গ্রহণের জন্য কেবলমাত্র দুস্কৃতিরা এবং ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্তরা ছাড়া অন্যদের জন্য 'দরজা খোলা' রয়েছে। এমনকী বিজেপির দলীয় কার্যালয় খোঁজার চেষ্টার কথা বলেন। এছাড়া মণ্ডল শাখার সম্পাদক প্রদীপ সমাদ্দার বলেন, পুজোর পর দলের লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচী ব্যবস্থা রয়েছে। এদিন উপস্থিতি ছিলেন শ্যামল ঘোষ, সুবীর নাগ, লোকনাথ সার্ড, মোহন দাস, বিশ্বজিৎ রায় প্রমুখরা।

প্রস্তুতি শেষ, এখন সচেতনতা শিবির!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: এবারও হুগলি নদী–সহ কলকাতা শহর ও শহরতলির ছোটো থেকে বড়ো দিঘি, সরোবর, ঝিল ও পুষ্করিনীতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের ফলে এইগুলির জলে সীসার পরিমাণ অত্যধিক মাত্রায় বেড়ে গিয়ে জলজ প্রাণীদের বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ, দুর্গা প্রতিমা নির্মাণে বরাবরের মতো এবারও সাধারণ সীসাযুক্ত রঙের ব্যবহার আগের মতোই রয়েছে। আর সীসাযুক্ত সাধারণ রঙের ব্যবহারে বিরত থাকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে যাদের রাজ্য সরকার দায়িত্ব দিয়েছে, সেই সল্টলেকস্থিত রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ১৮ মাসে বছর এবং খোলা বাজারে সীসাহীন রঙের দাম সীসাযুক্ত সাধারণ রঙের দামের তুলনায় বেশি হওয়া। সীসাহীন রঙ দিয়ে প্রতিমা করলে তার দাম কমপক্ষে ১২০০–১৫০০ টাকা বেশি পড়ে যাবে। অনেক পূজো কমিটি তাতে রাজি হন না।

আবার যে সমস্ত কমিটি রাজি হন তাদের প্রতিমা সীসাহীন রঙে তৈরি হচ্ছে বলে জানান বেহালার এক প্রতিমা শিল্পী সন্তোষ কুমার পাল। বেহালার রায়দিঘির এক প্রতিমা শিল্পী জানান, সল্টলেকস্থিত পরিবেশ ভবনে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ গত কয়েক বছরের মতো এবার দূষণমুক্ত সীসাহীন রঙের ব্যবহার বিষয়ে এক 'সচেতনতা শিবির'র আয়োজন করে সেপ্টেম্বরে। যখন পুজো কমিটিগুলের সঙ্গে প্রতিমা দরপত্র এবং রঙের দরপত্রের বিষয়ে সমস্ত কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছে। কীভাবে সেসব কাটছাঁট করি।

এধরনের সচেতনতা শিবির পুজোর অন্তত চার মাস আগেই করে নিতে হবে ওই দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে। আর যদি পারে তো সারা বছর ধরে এ বিষয়ে প্রচার কার্য চালানো প্রয়োজন। যেমন কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর মেয়র পারিষদের নেতৃত্বে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি ও চিকুনগুনিয়া প্রভৃতি পতঙ্গ বাহিত রোগ নির্মূলীকরণে সারা বছরব্যাপী প্রচার কার্য চালায়, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের মতো পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। ওই পুজোর কিছুদিন আগে এই ধরনের সচেতনতা শিবির করে কাজের কাজ কিছুই হবে না।

পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর আগে কেবল বর্ষার পূর্বে বিভিন্ন পতঙ্গ বাহিত রোগ দূরীকরণে প্রচার চালাতো শেষে দেখে কাজ কছিুই হচ্ছেনা তাই পরিকল্পনা বদলে সারা বছর ব্যাপী প্রচার কার্য চালাচ্ছে। দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদকেও সে কাজটা অবশ্যই করা উচিত। আর চারমাস পূর্বে এখন শিবির করলে কুমারটুলিসহ বাইরের যত জন প্রতিমা শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানো হবে প্রত্যেকেই উপস্থিত থাকতে পারে। তা না হলে কাজ ফেলে কে যাবে বলুন তো, জানান মহেশতলার বেনের দোকানস্থিত বাবলু কোলে নামে এক প্রতিমাশিল্পী।

সীসাহীন রঙের ব্যবহার নিয়ে সচেতনাতা–শিবিরে শিল্পীদের শেখানো হয়, এই সীসাহীন রঙ কেমনভাবে ব্যবহার করবে। প্রতিমা প্রতি পরিমানে এই রঙ কতটা প্রয়োজন। রঙে অ্যারারুট বা অন্যকিছু ব্যবহার করতে হবে কিনা। সীসাহীন রঙ ব্যবহারে প্রকৃতপক্ষে প্রতিমা শিল্পীদেরই লাভ কিনা ইত্যাদি শিল্পীদের দরে ধরে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

এক অন্য মহালয়া, যার নাম আনন্দমেলা

সৌমিতা চৌধুরী

শান্তিনিকেতন–গত ২৩শে সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আনন্দবাজার উৎসব। প্রতি বছর মহালয়ার দিন সন্ধ্যাবেলা শান্তিনিকেতনের গৌড় প্রাঙ্গণ কয়েক ঘণ্টার জন্যে আনন্দবাজারের শব্দে এবং মনোরম দৃশ্যে প্রতিধ্বনিত এবং প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।

শান্তিনিকেতনের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই আনন্দবাজার মেলাটি এক আলাদা তৃপ্তিদায়ক অনুভূতি প্রদান করে। তারা নিজেরাই এই মেলাটির আয়োজন করে। সেই ভোরবেলা থেকে শুরু হয় তোড়জোড়। প্রথমে জায়গা দখল, তারপর স্টল তৈরি করা সব চলে বেলা গড়ানোর সাথে সাথে।

তারপর বিকেল থেকে শুরু হয় মেলা। প্রতিটি স্টলের আলাদা নাম সেখানে। পাওয়া যায় নানান ধরণের হাতের কাজ, শৌখিন সামগ্রী, পেইন্টিং আর খাবার–দাবার, সবই কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের বানানো। এই মেলা থেকে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ চলে যায় অনুদানমূলক কাজের জন্য। এই দিনটিতে প্রচুর পর্যটকরা আসেন, মনে এক অন্য আশা নিয়ে, একটু ভিন্নরকম মহালয়ার ছোঁয়া পেতে। আর উপরি বাঙালিয়ানা হল, মত্ত সুরে বাজতে থাকা ঢাক, পা মিলিয়ে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া এবং ঢ্যাং কুড়াকুড় বাদ্যির সঙ্গে তাল মেলানো।

বারোয়াড়ি পুজোর ইতিহাসে এই প্রথম কোনও ক্লাব পুজো বার্ষিকী প্রকাশ করে। সেটি হল দক্ষিণ কলকাতার নাম করা পুজো কমিটির 'ত্রিধারা সম্মেলনি'। বইটিতে নামিদামি সব লেখকদের লেখার সম্ভারে মন্ডপের মতো সুসজ্জিত। উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বইটির মূল্য ৫০ টাকা এবং একমাত্র এর মধ্যে ত্রিধারার ভিআইপি পাস থাকছে।

দমকলের ছাড়পত্রে ১৭৮০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটস্থিত দমকল দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের দমকলমন্ত্রী জনাব জাভেদ আহমেদ খান জানান, এবছর গত ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শহরের ১৭৮০টি পুজো কমিটি দমকলের ছাড়পত্র নিয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে শহরের যেসব পুজো কমিটি দমকলের ছাড়পত্র নেবে না বা দমকলের অগ্নিবিধি মেনে চলবে না, সেসব পুজো কমিটির নিকট নোটিশ পাঠানো হবে। এক পরে আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।

শুভ শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

গাছের বৃদ্ধি ও ফলন বৃদ্ধি ঘটাতে এবং গাছ ধ্বংসকারী পোকা–মাকড় রুখতে ব্যবহার করুন

অন্যান্য প্রোডাক্ট

1. ALOCHLOR – 5% G.R.
   BUTACHLOR–5% Granules (Packet 20 kg. ও 10 kg.)
2. HIRADOL – 2
   METHYL PARATHION (Bag – 25 kg. PollyPack – 1kg, 500grm., 200grm.)
3. SHALIMAR
   HIGH ZINC (Bag – 1kg x 50 kg.)
4. KRISHI ZYME
   SUPER (Bag – 1kg x 50 kg.)
5. ALOTOX PHORATS – 10% (DRUM–1kg x 40 kg.)
6. DIAMOND ZINC – 21% (Bag – 1kg x 50 kg.)

M/S. JOY CHEM
Prop. – Bholanath Chakraborty Sonakharki, Jagannathpur, Nilganj, North 24 Parganas.
Mob.– 7044148651, 890115506

লায়ন্স ক্লাব শারদ সম্মান, ২০১৪

মোট পুরস্কার মূল্য দেড় লক্ষ টাকা

১০টির বেশি পুরস্কার

পরিচালনায়
লায়ন্স ক্লাব বেহালা কেয়ার অ্যান্ড সার্ভিস
লায়ন্স ক্লব ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২২সি১
এবং
ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ওয়েলনেস
(লায়ন্স ক্লাবের একটি উদ্যোগ)

নাম নথিভুক্ত করুন অনলাইনে: www.my-enet.in/pujo2014
প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন: ৯৯০৩১২৭৪৭০, ৮২৯৬১৭০৩৩৬

মিডিয়া পার্টনার: আলিপুর বার্তা

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৮ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২৭ সেপ্টেম্বর – ৩ অক্টোবর, ২০১৪

বাংলার হারানো সংস্কৃতি ফিরিয়ে দাও মা

কলকাতার এক বিখ্যাত নেতার ক্লাবের পুজোতে দুর্গা মাকে অশালীন বেশ ও ভঙ্গীমায় তুলে ধরা হয়েছে। এটা বাংলার সংস্কৃতির সম্পূর্ণ রুচি বিরুদ্ধ। এই বিকৃত ভাবনা চিন্তার শিকড় একদিনের বিস্তারিত হয়নি। রবিঠাকুর তাঁর মহাপ্রয়াণের কয়েক মাস আগে 'সভ্যতার সংকট' লেখাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যে, ইংরেজকে একদিন এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু কোন আবর্জনা, কোন উচ্ছিষ্ট ভারতবর্ষে তারা ফেলে যাবে। ইংরেজ চলে গিয়েছে অনেকদিন। যদিও তাদের বদ গুণগুলি রপ্ত করতে বেশি কসরৎ করতে হয়নি সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা তথা বঙ্গভূমির পুত্রদের।

শ্লীল–অশ্লীল পন্ডিত মহলে বিতর্ক থাকলেও বাংলার রুচি, বাংলার সংস্কৃতি নিম্নগামী হতে শুরু চলেছে বাণিজ্য ভাবনার হাত ধরে। বঙ্গ সংস্কৃতির নতুন আঙিনায় নানারকমের 'সংস্কৃতিক দালাল'দের উৎপাত শুরু হয়। প্রকৃত স্বর্ণযুগের জায়গায় ঝড়ের মতো বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রগতিশীলতার নামে চলে এলো 'সবজান্তা সাংস্কৃতিক কর্মী বাহিনী।' রাজনীত, সমাজনীতি, অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রেই সস্তা চমকের জাঁতাকলে বঙ্গ সংস্কৃতি বন্দী হয়ে গেল।

সহজপাঠ বিতারণ দিয়ে শুরু আর 'মহানায়ক' দেবের উত্থান। র‍্যাপ–ব্যান্ডের তালে বাংলার সংগীত মূর্ছনা হয়ে গেল দাপটে জগঝম্পে নৃত্যভূমি। ভালো সংগীতকার ভালো গীতিকার, অভিনেতা–অভিনেত্রীর অভাব কোনও দিন ছিল না। কিন্তু অভাব হয়েছে সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর। ত্রিশ এপিসোডে কোনও বাংলা সিরিয়ালের শিল্পী হলেই কিংবা কোনও রাজনৈতিক দলের অনুগত হলেই 'বিশেষ সম্মান' অথবা বিশেষ পদে বসানো হবে এমনটা হলে শিল্প এবং শিল্পীর প্রতি অমর্যাদা করা হয়। অভিনেতা তাপস পাল অবশ্যই অনেক বড় মাপের অভিনেতা। কিন্তু নেতা হিসেবে কতটা গ্রহণযোগ্য, কতটা স্বার্থক তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। বহু গায়ক, নায়ক বঙ্গ সংস্কৃতির আঙিনায় যারা উত্তম পরবর্তী পর্যায়ে কিংবা কিশোর–হেমন্ত–মান্না যুগ অবসানে অনেক রুচিশীল সৃষ্টিধর্মী কাজে বাংলাকে এগিয়ে দিতে পারতেন। তাঁরা 'সাংস্কৃতির' প্রমোটারদের ফাঁদে আটকে পড়েছেন হয়তো বা বাধ্য হচ্ছেন।

বঙ্গ সংস্কৃতি সাহিত্য আঙিনায় আজ প্রকৃত লেখক লেখিকারা ব্রাত্য হয়েছেন 'বড় বড়' প্রকাশনার বদান্যতায়। বাংলার সংস্কৃতির দৈন্যতার বলি হচ্ছেন রবিঠাকুর, স্বামীজি, নিবেদিতা, নেতাজি প্রমুখ। সেইসব নব্য লেখকরা তাঁদের জীবন সংস্কৃতির বিকৃত ভাবনায় অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পাঠকদের কাছে তুলে দিচ্ছেন তাঁদের সৃষ্টিধর্মী কাজ। বাংলার প্রজন্ম শুধু আজ ভুলই শিখছে না তারাও ক্রমশ অশ্রদ্ধার সংস্কৃতিতে রপ্ত হয়ে উঠছে। মা দুর্গার কাছে আমাদের প্রার্থনা আমাদের এই সাংস্কৃতিক দৈন্যতার দিনে তিনি যেন আমাদের এই জাগতিক দুর্বলতা দূর করেন। সকলের প্রতি শুভেচ্ছা রইল এই মহামায়ার মহোৎসবের দিনে। বিশেষ করে তাঁদের প্রতি যারা এই শারদীয়র উৎসবের মুহূর্তগুলিকে আনন্দময় ও নিরাপত্তার প্রহরী হয়ে থাকবেন। চিকিৎসক, দমকল কর্মী, পরিবহন কর্মী, পুলিশ আর বিশেষ করে তাদের পরিবারবর্গের প্রতি যারা কর্তব্যের খাতিরে তারা আত্মত্যাগ করে চলেন প্রতিটি উৎসবে।

অমৃত কথা

৩২২। কোনও সময়ে নারদের মনে অভিমান হয়েছিল যে, বুঝি তাঁর মতন ভক্ত আর নেই। ঠাকুর তা জানতে পেরে একদিন তাঁকে সঙ্গে করে বেড়াতে বেরুলেন। খানিক দূর গিয়ে নারদ এক ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন, তার কোমরে একখানা ধারালো তলোয়ার রয়েছে অথচ বামুন শুকনো ঘাস খাচ্ছে। নারদ বুঝতে পারলেন যে, সে পরম বৈষ্ণব, অহিংসা তার ধর্ম্ম, তাই যে সব ঘাসে জীবন আছে, সে সব ঘাসও সে খায় না, শুকনো ঘাস খায়, কিন্তু এমন বৈষ্ণবের কোমরে আবার তলোয়ার কেন? নারদ তা বুঝতে না পেরে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ আবার কেমন, একদিকে ঘোর অহিংসা অপরদিকে ঘোর হিংসা, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।' ঠাকুর বললেন, 'তুমি ওকে জিজ্ঞোস করে দ্যাখো না।' নারদ ঠাকুরের কথা মতো বামুনের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনি তো জীবহিংসা করেন না, শুকনো ঘাস খান, তবে আবার আপনার কোমরে তলোয়ার কেন?' বামুন বললেন, 'তলোয়ার রেখেছি তিনজনকে কাটবার জন্য।' নারদ বললেন, 'কাকে কাকে?'। বামুন বললে, 'প্রথম অর্জ্জুন শালাকে?' নারদ বললেন, 'কেন?' বামুন বললে, শালার এতো বড় আস্পর্দ্ধা আমার ঠাকুরকে কি না শালা সারথি করে। নারদ বললেন, 'আর কাকে?' বামুন বললেন, 'আর দৌপদী শালীকে।' নারদ বললেন, 'কেন?' বামুন বললে, 'শালীর এতো বড় আস্পর্দ্ধা যে, আমার ঠাকুরকে পাতের এঁটো খাওয়ায়।' নারদ বললেন, 'আর কাকে?' বামুন বললে, 'আর নারদ শালাকে।' নারদ বললেন, 'কেন?' বামুন বললে, 'শালার এতো বড় আস্পর্দ্ধা যে, দিন নেই রাত নেই যখন তখন আমার ঠাকুরকে জাগায়।' নারদ স্তম্ভিত হলেন এবং বামুনের ভক্তি দেখে নিজের অভিমান ত্যাগ করলেন।

স্মরণসভা

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তার প্রাণপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা তরুণ ভূষণ গুহ'র প্রয়াণ দিবসে আগামী ৫ অক্টোবর সকাল ১১টায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে সামালির বিবেক নিকেতনে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। ওই দিন বিকাল ৫টায় আলিপুরের ৫৭/১এ চেতলা রোড, কলকাতা–২৭এ। আলিপুর বার্তার সদর দফতরে অনুষ্ঠিত হবে আরও একটি স্মরণসভা।

শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য রইল সাদর আমন্ত্রণ।

এখনও সময় আছে – সততা–সংযত হওয়ার

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

সারদা কেলেঙ্কারির ঝঞ্ঝায় এ রাজ্যে তৃণমূল সরকার এবং দল যথেষ্ট বেকায়দায় পড়েছে। যেভাবে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক থেকে সংসদ সদস্য–মন্ত্রী–বিধায়ক এবং তৃণমূলের বিশ্বাসভাজন আমলাদের একের পর এক সিবিআই–এর জেরার মুখে পড়তে হচ্ছে, তাতে জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে ঠেকেছে। মুখ্যমন্ত্রীর একদা বিশ্বাসভাজন সংসদ সদস্য কুণাল ঘোষ সিবিআই–এর কাছে অভিযোগ করেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর সততা প্রমাণের জন্য সারদার মালিক সুদীপ্ত সেন–এর সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করার। সিবিআই যদি সত্যি জেরা করে এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয় তাহলে সুপ্রিমকোর্টের এক নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর পদ খোয়াতে পারেন।

১৯৯৮–এর ১ জানুয়ারি তৃণমূল দলটি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করেছিলেন। দলের প্রতীক চিহ্ন ঘাসফুল ভাবনাটি ছিল প্রয়াত অজিত কুমার পাঁজার। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে এই দল লড়াই করে ২০১১ থেকে বিধানসভা পঞ্চায়েত এবং লোকসভা এমনকি উপনির্বাচনেও বিপুল জনসমর্থন লাভ করেছে। কিন্তু ২০১৪ থেকে একদিকে সিপিএম থেকে ভেঙে যেভাবে পার্টিতে ঢুকছে অন্যদিকে খুন–সন্ত্রাস–রাহাজানি–ধর্ষণ–অর্থ নয়ছয় প্রতিনিয়ত অভিযোগের আঙুল তৃণমূলের সদস্য কর্মীদের বিরুদ্ধে উঠেছে। কোথাও বা আদি এবং নব্য তৃণমূলী গোষ্ঠী সংঘর্ষে প্রাণ যাচ্ছে সাধারণ নাগরিকের। আগে সিপিএম তোলাবাজি করত লোকাল কমিটির সম্পাদক বা একজন কেষ্টবিষ্টুর দ্বারা। এখন পঞ্চায়েত–পুরসভা সিন্ডিকেটে এমনকী রাজ্য সরকারের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদাররা শাসক দলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতাকে তোলা দিতে দিতে তিতিবিরক্ত। না দিতে পারলে প্রাণনাশ অথবা মেরে ফেলার হুমকি। সামান্য গ্রাম পঞ্চায়েত–পুরসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে গেলেও পার্টি রাজ্য নেতৃত্বের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে টাকা দিতে হয় বলে অভিযোগ।

পশ্চিমবঙ্গে মাৎসন্যায় চলছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ বলে বিনিয়োগের ক্ষেত্র পিছিয়ে পড়েছে। গত তিন বছরে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ৮৫ শতাংশ কমেছে বলে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত দাবি করেছেন। বিনিয়োগের পরিমাণ তিন হাজার কোটি টাকাও হয়নি। ভিন রাজ্য এবং বিদেশি শিল্পপতিরা এই রাজ্যে বিনিয়োগ করতে ভয় পাচ্ছে। গত কয়েকবছর ধরে সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে অপরাধ প্রবণতার শীর্ষে। ২০১২ সালে ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর রেকর্ড অনুযায়ী অপরাধের সংখ্যা ৩০,৯৪২। ২০১৩ সালে তা সামান্য কমে ২৯,৮৩৬। ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২,০৪৬। এর মধ্যে কলকাতা শহরতলীতে ধর্ষিতা হয়েছেন ৭৫ জন মহিলা। নারী নির্যাতনে মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশার পর পশ্চিমবঙ্গের স্থান। ক্রমশ রাজ্যে হিংসায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল দল সিপিএমের ফাঁদে পা দিয়েছে। এমনিতেই তৃণমূল দলে শুরু থেকেই তামার তার কাটা–ওয়াগান ব্রেকাররা যুক্ত হয়েছিল। নির্বাচনের পর সিপিএমের ক্যাডাররা স্রেফ টাকা কামাবার জন্য দলে দলে যুক্ত হতে শুরু করে। আর পার্টির নেতারা গোষ্ঠী রাজনীতিতে নিজের শক্তি জাহির করার জন্য তাদের দলে সামিল করে। সিপিএম পার্টি থেকে সুযোগ সুবিধা নিতে গেলে প্রথমে পার্টির কর্মী হতে হয়, তারপর নেতাদের অনুগত হলে চাকুরি অথবা সুযোগ সুবিধা জুটত। কিন্তু তৃণমূলে আদি'র চেয়ে নব্য তৃণমূলীদের ক্ষমতা বেশি। কারণ দলের নয়, পার্টির দাদার স্নেহভাজন। তোলাবাজি–ডাকাতি–খুন–ধর্ষণ যাই করো সাত খুন মাপ। বিধানসভা নির্বাচন থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে হেরে যাবার পর সিপিএম চুপ করে বসেছিল। গত আগস্ট মাস থেকে ট্যাক্সি ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে বামপন্থী এবং বিজেপির সাঁড়াশি আক্রমণে তৃণমূল যথেষ্ট আতঙ্কিত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তির সন্ধানে বেলুড়মঠের গঙ্গার ঘাটে তাঁর পাইক–পেয়াদা নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু দিদির চ্যালাচামুন্ডাদের প্রতি অন্ধ স্নেহে নিজের বিবেকের কাছে একা থাকতে পারছেন না হয়ত। তাই দিদিকে ঘিরে রাখে আমলা, পুলিশ। ঘটনাটা ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জয়লাভের পর। বিদেশি পত্র–পত্রিকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯৯ জন সদস্য নিয়ে নির্বাচনে জয় লাভের ঘটনাকে পোলান্ডে উনিশশো নব্বই–এর দশকে কমিউনিস্ট স্বেচ্ছাচারী শাসক চেসেস্কুর পরাজয়ে লেচ ওয়ালেশার মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করে। 'পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ৩৪ বছরে বাম কারাগার থেকে মানুষের মুক্তি ঘটল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে।' আর এখন–! তৃণমূলী আতঙ্কে মানুষের মধ্যে অব্যক্ত সন্দেহ। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে তৃণমূল নেতার চোখরাঙানিতে তারা ত্রস্ত। বাম সন্ত্রাসের ট্রাডিশন বেড়েছে, কমেনি।

এইসপ্তাহে অনুষ্ঠিত বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করেছে শহরের লোক তৃণমূলের ওপর রুষ্ট। চৌরঙ্গী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪ হাজার ৩৪২ ভোটে জয়ী হয়েছেন। কিন্তু গত বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনে শিখা মিত্র ৫০ হাজারের বেশি ভোটে জিতে ছিলেন। বিজেপি'র প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্য দক্ষিণ বসিরহাট বিধানসভা নির্বাচনে ১৭০০ ভোটে জয়লাভ করেছে। কিন্তু গ্রামগঞ্জে তৃণমূলের প্রতি জনসমর্থন অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে ২০১১ সালে ৯.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অস্বীকার করা যায় না, গ্রামের রাস্তাঘাট, পরিষেবার উন্নতি ঘটেছে। আমলাশোলের মানুষ আর পিপঁড়ের ডিম খায় না। দুমুঠো ভাত পায়। তবে আলু চাষী আলুর কেজি প্রতি ৫ টাকা পায় আর ফড়ে–দালাল, কোল্ড স্টোরেজের মালিক পায় ৫০০ টাকা আলু বেচে। শহরের মানুষ ২৬ টাকা কেজিতে চন্দ্রমুখী আলু কেনে।

যাওয়া আসার পথে পথে

একশ টাকার নোটটা বিভূতি বাবুর হাতে দিয়ে গেলেন

দীপককুমার বড় পণ্ডা

বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী মানুষটা বেশ ভালো। শান্ত স্নিগ্ধ একটা ভাব আছে তাঁর আচার ব্যবহারে। বছর সত্তরের মানুষটার সঙ্গে আমি মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরি। তিনি গাড়িতে আমাকে লিফট দেন। তাঁর গাড়িতে প্রায় যাই বলে, আমার একটা কুণ্ঠা হলে তিনি বলেন, গাড়িটা আমার

এমনি যেত, তোমার জন্য তো আমাকে আলাদা কিছু করতে হচ্ছে না। আলাদা তিনি করেন, আমাকে তাঁর বাড়ির রাস্তা ছাড়িয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে দেন। যাইহোক, বিভূতিবাবুর গাড়ি ছাড়াও, তাঁর সঙ্গ আমার বেশ পছন্দ। ফেরার সময়, আমরা দু'জন নানা গল্প করি।

সেদিন ওঁকে বললাম, নতুন প্রজন্মের জন্য আপনাকে যদি তিনটি উপদেশ দিতে বলা হয়, তবে আপনি কী বলবেন। খানিকটা ভাবলেন। বললেন, 'কোনো উপদেশ নেই। এই প্রজন্মের জন্য আমি কি অ্যাডভাইস দেব? ওদেরকে যে চাপের মধ্যে থাকতে হয়, আমরা তো সেই চাপ ভোগ করিনি। এখনকার বাচ্চাদের যত বই পড়তে হয়, আমাদেরকে অত পড়তেই হয়নি। আমাদের সময় চাকরি নিয়ে এত অনিশ্চয়তা ছিল নাকি?' বললাম, 'সে কি! বয়স্ক মানুষদের উপদেশ দিতে বললেই, এক পায়ে খাড়া হয়ে কত কথা বলেন। কত নস্টালজিয়া তাঁদের। তাঁদের আমলের সব ভালো ছিল, এখন সব খারাপ, এইধরনের কত কথা বলেন তাঁরা। আর আপনি এই প্রজন্মের বিষয়ে সহানুভূতিশীল?'

আমরা সেদিন জেমস লঙ সরণি ধরে এগোচ্ছি। এই রাস্তাটা এখন বেশ ভালো হয়েছে। পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার রোড–এর অবস্থাটা বেশ কাহিল। কলকাতা শহরের মধ্যে চলছি মনেই হবে না। আর এর ওপর যদি বর্ষা হয়, তবে তো গেল। গোটা রাস্তা জলে থই থই করে। যাকগে, আমরা এখন ভালো রাস্তায় যাচ্ছি। তবে, অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। একটা জায়গায় দেখলাম, গরম সিঙাড়া, চপ ভাজছে। বিভূতি বাবু বললেন, চপ খাবে? বললাম, চলুন। দোকানটার পেছনে বসারও একটা জায়গা আছে। ওখানে গিয়ে বসে পড়লাম আমরা। একজন পুরুষ মানুষ ভাজছেন, এক মহিলা সেটা কাস্টমারদের দিচ্ছেন। বৃষ্টির বিকেলে চপ–সিঙাড়া খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে, সারা কলকাতা যেন এইসব খেয়েই বেঁচে আছে।

বিভূতি বাবু বললেন, অনেক আগের একটা কথা এখন মনে পড়ছে। তখন আমি গ্যাংটক–এ চাকরি করি। কলকাতা থেকে গ্যাংটক যাব। সন্ধে বেলায় শিয়ালদা থেকে ট্রেন ছাড়বে। বিকেলে বেরোনোর আগে, মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। ভাই বলল, চল তোমাকে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি। যাদবপুর ৮বি বাস স্ট্যান্ডে এলাম। দেখলাম, একটা বাস, ট্যাক্সি কিচ্ছু নেই। সব শুনসান ফাঁকা। থাকবেও কোথা থেকে? গোটা রাস্তা জলে ডুবে থই থই করছে। কী করব, খুব দু:শ্চিন্তা হচ্ছে। নতুন চাকরি, কামাই হলে খুব মুশকিল। কিন্তু শিয়ালদায় পৌঁছবোই বা কী করে?

হঠাৎ আমার ভাই লাফিয়ে উঠল। একটা প্রাইভেট কার ঢাকুরিয়ার দিকে যাচ্ছিল। ছুটে গিয়ে প্রাইভেট কারটাকে ধরল। গাড়ির পেছনে যে ভদ্রলোক বসেছিলেন, তাঁকে গিয়ে ভাই বলল, আমাদের খুব বিপদ, একটু লিফট দেবেন? খুব উপকার হয়। ভদ্রলোক বললেন, দরজা খুলে ঢুকে পড়ুন। ভাই আর আমি ঢুকে পড়ার পর ভদ্রলোক বললেন, আমিও আসলে আপনাদের মতন কাউকে চাইছিলাম। আমার খুব উপকার হল। ভাই আমি মুখ চাওয়াচায়ি করছি নিজেদের মধ্যে। ওনার আবার উপকার কী করে হল? ভাই কৌতূহল চাপতে না পেরে বলল, আপনার উপকার কী করে হল?

ভদ্রলোক বললেন, 'এখনো হয়নি, তবে হবে। আমি এই রাস্তায় প্রায় ৪০ বছর যাতায়াত করছি। সামনে ঢাকুরিয়া ব্রিজ পেরোলে পঞ্চাননতলায় বেজায় জল দাঁড়িয়ে যায়। ওখানে আমার গাড়ি ডুবে যাবে। গাড়িটা ঠেলে পার করতে হয় ওখানে।'

আমি বললাম, সেকি! মানে এই জলে গাড়ি ঠেলতে হবে আমাদের?

ভদ্রলোক বললেন, চুপ করুন। আগে আমার কথাটা শুনুন তো। ওখানে একদল ছেলে বসে থাকে, ওরাই ঠেলেঠুলে পার করে দেবে। কিন্তু লোক দেখে ওরা মোটা টাকা দাঁও মারে। গাড়িতে মহিলা থাকলে এক রেট, একা কেউ থাকলে আর এক রেট, গাড়িতে ঠেলতে পারার লোক থাকলে অন্য রেট। সেইজন্য ওরা যখন দেখবে, আমরা তিন–চারজন আছি, তখন বেশি বেগড়বাঁই করবে না। কমসমে পার করে দেবে আমাদের। সেইজন্য আপনারা এসে যে আমার কি উপকার করলেন, কী বলব!

গল্প চলছে। বিভূতিবাবু তো পুরনো দিনে ফিরে গেছেন। সেই গল্প শুনছিলেন চপ–বিক্রেতা মহিলা। তিনি বিভূতিবাবুকে বললেন,

– আচ্ছা আপনি কি দু' বছর আগে গঙ্গাসাগর গেছিলেন?

– হ্যাঁ, ২০০৬ সালে গঙ্গাসাগর মেলা গেছিলাম। বিভূতিবাবু উত্তর দিলেন।

– আচ্ছা, আপনার সঙ্গীও ছিলেন না?

– হ্যাঁ, ছিলেন তো। কেন বলুনতো?

– আমাকে চিনতে পারছেন না? মহিলা জিজ্ঞেস করেন।

– হ্যাঁ, চেনা চেনা লাগছে বটে। বিভূতিবাবু বলেন।

মহিলা এবার তাঁর ক্যাশ বাক্স থেকে একশ টাকার একটা নোট বার করে বলেন, আপনাকে কতবার ফোন করেছি, পাইনি। আপনার মনে নেই? আপনি আমাকে একশ টাকা দিয়েছিলেন চেমাগুড়িতে। আমার স্বামীকে গঙ্গাসাগর মেলায় আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার কাছে ফেরার টাকাও ছিল না। তখন, আমার কান্না দেখে আপনি ওই টাকাটা দিয়েছিলেন। আমি কলকাতায় ফিরে টাকাটা দেব বলেছিলাম। দিতে না ফেরার জন্য খুব খারাপ লাগত।

যিনি চপ–সিঙাড়া ভাজছিলেন, তিনি ভাজা বন্ধ করে বললেন, ও আপনি সেই ভদ্রলোক, আপনার কথা ও অনেকবার বলেছে। কিন্তু, আপনাকে পাইনি বলে আমাদের খুব লজ্জা লাগত। ভাবতাম, আপনি কী ভাবছেন!

বিভূতিবাবু খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'আরে ঠিক আছে, ওই টাকা আর দিতে হবে না, রাখুন তো। ওটাতো আমার মনেও ছিল না।'

কিন্তু ভদ্রমহিলা নাছোড়বান্দা। তিনি দেবেনই। সেইসময় খানিকটা দূরে একটা জোর চিৎকার শোনা গেল। ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা সেই চিৎকার–এর দিকে দৌড়লেন। যাওয়ার আগে একশ টাকার নোটটা বিভূতি বাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে গেলেন জোর করেই।

সেদিন ওঁকে বললাম, নতুন প্রজন্মের জন্য আপনাকে যদি তিনটি উপদেশ দিতে বলা হয়, তবে আপনি কী বলবেন। খানিকটা ভাবলেন। বললেন, 'কোনো উপদেশ নেই। এই প্রজন্মের জন্য আমি কি অ্যাডভাইস দেব?

মহিলা এবার তাঁর ক্যাশ বাক্স থেকে একশ টাকার একটা নোট বার করে বলেন, আপনাকে কতবার ফোন করেছি, পাইনি। আপনার মনে নেই? আপনি আমাকে একশ টাকা দিয়েছিলেন চেমাগুড়িতে। আমার স্বামীকে গঙ্গাসাগর মেলায় আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার কাছে ফেরার টাকাও ছিল না। তখন, আমার কান্না দেখে আপনি ওই টাকাটা দিয়েছিলেন।

চেনা ছবির বাইরে ...

কাজেই কুৎসার জবাব মনমোহিনী দেবীর

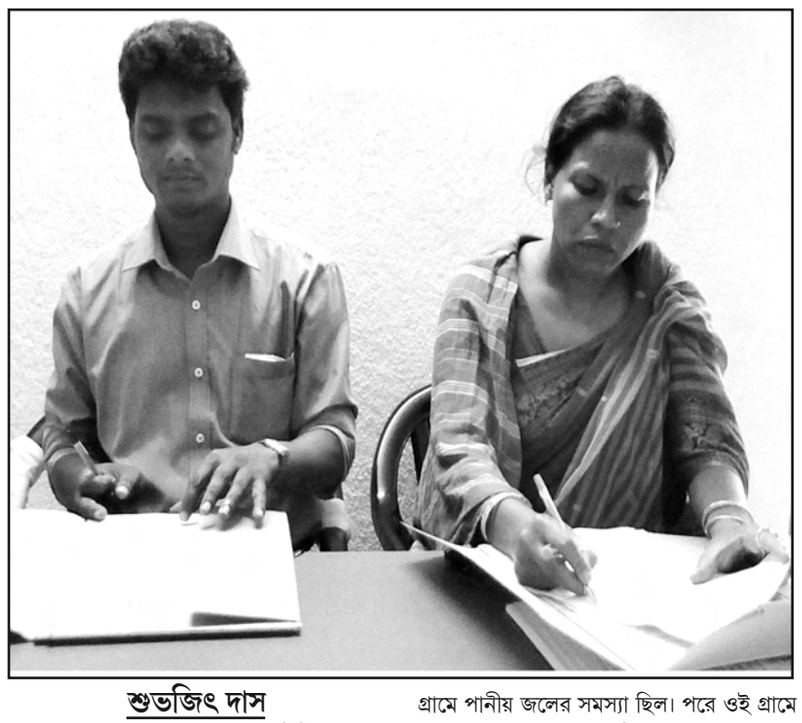

শুভজিৎ দাস

ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কাজের অগ্রগতি বিষয়ে অবহিত হলে অনেকে চমকে উঠতে পারেন। তার কারণ হল মূলত সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তা অন্য যে কোনও পঞ্চায়েত সমিতির কাছে অনুকরণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। বিরোধীদের সমস্ত কুৎসাকে পিছনে ফেলে উন্নয়নকে হাতিয়ার করে এগিয়ে চলেছেন ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধক্ষ্যা মনমোহিনী বিশ্বাস। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চায়েত সমিতির কাজের অগ্রগতিকে বাড়িয়েছেন তিনি। ১৯৯০ সালে রাজনীতিতে আসেন। বিভিন্ন মানুষ তাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে ক্রমাগত তাঁর দরবারে এলে এক মুহূর্তের জন্য পিছপা হননি। সর্বত্রই মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ইন্দিরা আবাস যোজনা, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করেছেন। একটু ঘুরলেই দেখা যাবে স্থানীয় বেশিরভাগ রাস্তায় কংক্রিট ঢালাইয়ের কাজ চলছে। কোথাও কাজ শেষের পথে। প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে মরুইবেড়িয়া এম পি কোটার ৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকার মাদ্রাসা নতুন বিল্ডিংয়ের কাজ চলছে। নেতড়ায় নতুন এম এস কে বিল্ডিংয়ের কাজ চলছে। দীর্ঘদিন ধরে বাসুল ডাঙার বিভিন্ন গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা ছিল। পরে ওই গ্রামে বাসুলডাঙা পঞ্চ গ্রামে একটি পাম্প বসানোর জন্য সে সমস্যা মিটেছে। এবং ওই সব এলাকায় গভীর নলকূপের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর জন্য। বাসুলডাঙা থেকে পঞ্চগ্রাম প্রায় তিন কিলোমিটার পি. ডবলু ডি–র রাস্তা। তবে দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তার বেহাল অবস্থা হওয়ায় মানুষ সমস্যায় ছিল। অনেক তৎপরতা এবং তদারকির পর মনমোহিনী বিশ্বাস ও তার দল পূর্ত দপ্তর থেকে আদায় করে ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা । কাজ চলছে সেই টাকায় ও আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পিচিং শুরু হবে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির চালান মনমোহিনী দেবী। এই মনমোহিনী দেবী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গ্রামে ঘুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। রাজনীতির পাশাপাশি অবসর সময়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার সঙ্গে যুক্ত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও গান লেখেন। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক মঞ্চে এই গান শোনার জন্য অপেক্ষায় থাকে মানুষ। তাঁর সেই স্বরচিত গান আজও মানুষকে মুখরিত করে 'লড়ছি লড়ব লড়ছি লড়ব এই লড়াই মোরা করব
বাংলা গড়ার শপথ নিয়ে এগিয়ে আমরা চলব।।
মা–মাটি–মানুষ আর মমতা একই মন্ত্রে গাঁথা
তাঁর আদর্শে আমরা গড়ব নতুন বাংলা।।'
এই গান তার জীবনের কর্মের মাধ্যমে কণ্ঠে ভেসে ওঠে। এছাড়া ২০১০–২০১১ সালে রায়দিঘীর বিধায়ক দেবশ্রী রায়– এর সহযোদ্ধা ছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় দেবশ্রী রায়ের প্রচার করে বেড়িয়েছেন। মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। গ্রামের বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের আশীর্বাদ কুড়িয়েছেন এই মনমোহিনী দেবী। রায়দিঘীর কাশীনগর, কাঞ্চনদিঘী, জটার দেউল বিভিন্ন জায়গায় দেবশ্রী রায়ের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস–এর প্রচার করেছেন। এ তো গেল তার রাজনৈতিক জীবনের কথা। তিনি ১৯৯৮ সাল থেকে পুলিশের সহায়তায় নারী ও শিশু পাচার সচেতনতা শিবির গড়েছেন। উদ্ধার করেছেন কিশোরীদের পাশাপাশি ২০০৮ সালের নেতড়ার উত্তর শ্যাওড়াদাহ থেকে একটি মেয়েকে উদ্ধার করেন 'সিনি' নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে। তিনি একজন আই সি ডি এস কর্মীও বটে। রাজনীতিক জীবন ছাড়াও তিনি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ান। দুর্গম এলাকাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে ক্যাম্প করেন। সাধ্যমতো শিক্ষা সামগ্রী ও জামাকাপড় বিলি করেন। বিভিন্ন এলাকায় বিরোধীরা বিভিন্ন বিষয়ে তাকে নিয়ে সমালোচনা

করলেও সব কিছু উড়ে যায় তার কর্মজীবনের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে মনমোহিনী বিশ্বাস বলেন, বিশাল কর্মযজ্ঞের কাজ চলছে, মা–মাটি–মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণায় ও উৎসাহে। তাই তা অবশ্যই সফল হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাবধারায় তার কর্ম।

মানুষের চাহিদার তুলনায় কাজের আরও প্রয়োজন

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার শতাব্দী প্রাচীন বারাসত পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডটি বরাবরই ছিল প্রায় অবহেলিত। বিগত পুর নির্বাচনে বামফ্রন্টের হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেস বারাসত পুরসভা ছিনিয়ে নেয়। এই ওয়ার্ডেও জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বসু। প্রায় ৩০ বছর শিক্ষকতার পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত স্বপ্নাদেবী। সম্প্রতি তিনি তাঁর উন্নয়নমূলক কাজ ও সাংগঠনিক দক্ষতার নিরিখে দলের পক্ষ তেকে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের জেলা সংসদীয় মহলা সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। জানালেন, রাজ্য নেতৃত্ব তথা আইনমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তাঁকে এই দায়িত্বভার অর্পন করেছেন। জানা গিয়েছে, মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর পরামর্শে কাজও করছেন। স্বপ্নাদেবী বলেন, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আদর্শে ও সাংসদের অনুপ্রেরণায় ও চেষ্টায় কাজ করি। পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়ও যথেষ্ট সহযোগিতা করেন বলে উল্লেখ করেন। এই ওয়ার্ডের উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতে প্রথমেই বলেন, আগে এই ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বৃষ্টি হলেই ব্যাপক জলমগ্ন হত। প্রায় কোমর সমান জলে মানুষকে যাতায়াত করতে হত। সাংসদ তহবিলের টাকায় বাণীকণ্ঠ, সুটি, নোয়াই খালের সংস্কার হয়েছে। ঢেলে সাজানো হয়েছে নিকাশি ব্যবস্থা। এর ফলে বৃষ্টির জল খুব সহজেই খালে গিয়ে পড়ায় এলাকায় আর জল জমছে না। এছাড়াও সাংসদ তহবিলের টাকায় ও পুরপ্রধানের সহযোগিতায় পরিশ্রুত পানীয় জলের একটি পাম্প বসানো হয়েছে অশ্বিনী পল্লীতে। পূর্বপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবে একটি শিশু উদ্যান তৈরি হয়েছে। তিনি আরও জানান, সাংসদের ৫ লক্ষ টাকায় কাবাসডাঙা থেকে ঘোষ পাড়া পর্যন্ত পিচ রাস্তা সহ কয়েকটি ঢালাই রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। অশ্বিনীপল্লী, সারদাপল্লী, রামকৃষ্ণপল্লী ও ঘোষপাড়া তেঁতুলতলায় চারটে আর্সেনিকমুক্ত

বারাসত পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ড

গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। শিশুশিক্ষা কেন্দ্র (এসএসকে)–র দুটি ঘর তৈরি করা হয়েছে। ওয়ার্ডের সর্বত্র প্রচুর আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এলাকার উন্নয়নে সাংসদ তহবিলের পাশাপাশি পুরসবাও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে বলেও স্বপ্নাদেবী উল্লেখ করেন। উন্নয়নের পাশাপাশি বিধবাভাতা ও বার্ধক্যভাতারও প্রচুর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান। তবে এই ২৯ নম্বর ওয়ার্ডটি ছিল অবহেলিত। হাইড্রেনের সব জলই এই ওয়ার্ড ঢুকেছে। ফলে আরও উন্নয়ন দরকার। মানুষের চাহিদার তুলনায় কাজের আরও প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন স্বপ্নাদেবী। প্রচারবিমুখ এই নেত্রী মনে করেন, কর্মসূচীই হল আসল পরিচয়। প্রসঙ্গত, তৃণমূলকর্মী কৌশিক মজুমদার বারাসত পুর এলাকার বিভিন্ন সংস্কার ও উন্নতিকল্পে বারাসত সংসদীয় এই মহিলা সভানেত্রীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গিয়েছে।

স্বেচ্ছায় রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা

অশোক কুমার মণ্ডল

সাগরদ্বীপ: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ''বিন্দু বিন্দু রক্তে সিন্ধু বাঁচানো প্রয়াসে'' দুঃস্থ ও মুমূর্ষু ব্যক্তিদের সহায়তা দানে ব্রতী হয়ে সাগর লোকশিক্ষা মন্দির, সুমতিনগর বিশেষ উদ্যোগে মিশন অফ মার্সি হসপিটাল কলকাতা ও কাকদ্বীপ রোটারী ক্লাব ভিক্টোরিয়া হসপিটালের সহায়তায় সুমতিনগর শরৎ কুমারী হাইস্কুল প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির এর আয়োজন করা হয়। সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনীতা মাইতি উক্ত শিবির এর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

এছাড়াও বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজেন্দ্রনাথ খাঁড়া, গ্রাম প্রধান বিপিন পড়ুয়া, সাগর লোকশিক্ষা মন্দির এর সম্পাদক শুভ্রবরণ সাহু সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত থেকে–অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন। ঐ দিন প্রাকৃতিক বিপর্যয় উপেক্ষা করে ৯১ জন রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সুমিতিনগর গ্রাম নিবাসী সুদর্শন প্রামাণিক সর্বপ্রথম স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। চক্ষু পরীক্ষার পরে রোগীদের সুলভে ঔষধ, অস্ত্রপ্রচার ও চশমার ব্যবস্থা করা হয়। সাগর ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকায় ইংরাজী ১৯১১ সালে ''সাগর লোকশিক্ষা মন্দির'' এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে ৫০ (পঞ্চাশ) জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

এছাড়াও সাগর লোকশিক্ষা মন্দির এর বিশেষ উদ্যোগে আগামী ২রা অক্টোবর মহাষ্টমীর পূণ্য লগ্নে দক্ষিণ হারাধনপুর পূজা প্রাঙ্গণে ''বিবেকানন্দ স্মারক শারদীয়া কুমারী পূজা'' অনুষ্ঠিত হবে।

আগামী ২৫শে ডিসেম্বর হতে ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সাগর ''শ্রীরামকৃষ্ণ লোক উৎসব'' অনুষ্ঠিত হবে। ঐ সময়ে বার্ষিক স্মারক পত্রিকা ''সাগর তর্পণ'' প্রকাশিত হবে। কবি গুরু শিশুনিকেতন (নার্শারী স্কুল) পুনরায় ১লা জানুয়ারী ২০১৫ থেকে শুরু হবে।

লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডায়মণ্ড হারবার। বৃহস্পতিবার সকালে একটি মোবাইলের শোরুম থেকে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি করে চম্পট দেয়। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মণ্ড হারবার থানার নতুন পোল এলাকায়। দোকানের মালিক বিশ্বজিৎ হালদার জানান বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতি দোকানের শিলিং কেটে ৩০টি মোবাইল, নগদ ১৩ হাজার টাকা সহ প্রায় ২ লক্ষ টাকার মালপত্র নিয়ে চম্পট দেয়। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে তদন্ত শুরু হয়েছে তবে এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। এদিকে পুজোর আগে এই চুরির ঘটনায় এলাকায় শোরগোল উঠেছে। বিশেষ করে শারদোৎসব এবং ঈদের আগে যথেষ্ট পুলিশি মোতায়েনের দাবি উঠেছে এলাকায়।

রাজপুরে কন্যাশ্রী অনুষ্ঠান

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : বিশ্বের নানা দরবার থেকে কন্যাশ্রী প্রকল্পের জন্য খেতাব অর্জন করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেই কন্যাশ্রী প্রকল্প নিয়ে হয়ে গেলো এক অনুষ্ঠান রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভার উদ্দ্যোগে রবীন্দ্র ভবনে। রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভার অধীনে ৫টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা একত্র হয়েছিল সেদিন। নরেন্দ্রপুর থেকে প্রায় ১৫০০ পড়ুয়া শোভাযাত্রা করে আসে রবীন্দ্র ভবনে। এই অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তা ছিলেন নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রি ডাঃ শশী পাঁজা। তিনি বলেন, একটি মেয়ে শিক্ষিত হলে পুরো পরবিার শিক্ষিত হয়। এই কন্যাশ্রী প্রকল্পের জন্য কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে জন্য ১০০০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। অষ্টম শ্রেণী থেকে বারো ক্লাসে উঠলে বারবার ফর্ম ভর্তি করতে হয় না। কিংবা কলেজে উঠলে সেই কন্যাশ্রী পরিচয় পত্র দেখালে কাজ হয়ে যায়। সুতরাং একবার কন
াশ্রী ফর্ম পূরণ করলে বার বার করতে হয়না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবারে কন্যাশ্রী প্রকল্পের জন্য নতুন একটি নিয়ম করতে চলেছে। টাকা যখন ব্যাংকে ঢুকবে এবার থেকে মোবাইলে এস এম এস করে তা জানানো হবে। অক্টোবর ২০১৩–তে এই প্রকল্পটি চালু হয়। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে ১৭লক্ষ মেয়ে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই কন্যাশ্রী প্রকল্প কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বাইক শোরুম উদ্বোধনে পার্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং। বৃহস্পতিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার হেলিকপ্টার মোড়ে একটি মোটর বাইকের শোরুম উদ্বোধন করেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জী। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস, মাতলা ১ ও ২ পঞ্চায়েতের প্রধান তপন সাহা উত্তম দাস প্রমুখ।

নামখানায় হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীতে সেতু তৈরির জন্য উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ী ও বসবাসকারীদের ক্ষতিপূরণের চেক বিলি শুরু করল রাজ্য সরকার। নারায়ণপুরে ৯১৮ জন ক্ষতিগ্রস্থের মধ্যে ১৭৬ জনের হাতে চেক তুলে দেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। দুর্গা পুজোর মধ্যে বাকিদের চেক তুলে দেওয়া হবে স্থানীয় বিডিও অফিস থেকে। এদিন উপস্থি ছিলেন মধুরাপুরের সাংসদ চৌধুরি মোহন জাটুয়া, সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, অতিরিক্ত জেলাশাসক অশোক দাস, কাকদ্বীপের মহকুমাশাসক অমিত নাথ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালি, জাতীয় সড়ক পার্ট ওয়ানের সরকারি বাস্তকার রাজা চ্যাটার্জি প্রমুখ।

রায়পুরে গঙ্গার ঘাটে জমে উঠেছিল মহালয়ার তর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর। মহালয়ার পূণ্য প্রভাতে দক্ষিণ শহরতলীর ডি–রায়পুরে হুগলী নদীর স্বদেশী মেলার ঘাটে তর্পণ করার জন্য হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল। মেলা কমিটি ভোর থেকেই মাইকে ভক্তিমূলক গান ও মহালয়ার সিডি চালিয়ে গঙ্গাতীরবর্তী ঘাটটিকে মুখরিত করে তুলেছিল। ভোর থেকেই নোদাখালী থানার পুলিশ প্রশাসন মানুষের ভীড় সামলাতে ব্যস্ত থেকেছেন। নির্বিঘ্নেই মানুষরা তর্পণ করেন। কোন অশান্তি ঘটেনি। প্রসঙ্গত রায়পুর থেকে বুড়ুল পর্যন্ত রাস্তা পিচ হওয়ার পর, এই এলাকায় দূর দূরান্ত থেকে গঙ্গার সৌন্দর্য্য দেখতে মানুষ জন এখানে আসছেন। স্থানীয় বিদ্যুৎ সংঘের সম্পাদক রাজকুমার পরামানিক জানালেন। আগামী বছর এই মহালয়ার তর্পণ অনুষ্ঠান আরো আকর্ষণীয় করার জন্য এবং মানুষদের আরো ভালো পরিষেবা দেবার জন্য চিন্তাভাবনা করা হবে। তিনি নোদাখালি থানার পুলিশের ভূমিকারও প্রশংসা করেন।

নাম পরিবর্তন

আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ১৭–০৭–১৪ তারিখের ৮৮২৬৮ নম্বরের এডিডেভিট বলে ৮২/১১, রাজা রামমোহন রায় রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা–৮ এর বাসিন্দা Punam Burman এবং Punam Barman এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলেন।

রাজপুর সোনারপুর অতীত ও ঐতিহ্য দ্বিতীয় খণ্ডের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোনারপুরে এক জাঁকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজপুর–সোনারপুর অতীত ও ঐতিহ্য বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হল। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে। গত বছর প্রকাশ হয়েছিলো প্রথম খণ্ড। সম্পাদনা করেছিলেন সোনারপুর দক্ষিণ বিধান সভার বিধায়ক ও অধ্যাপক এবং ইতিহাসবিদ জীবন মুখোপাধ্যায়। এবারেও দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্পাদনা করেছেন জীবনবাবু। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ বাবু বলেন জীবনদা চিরকাল এই লেখালেখির মধ্যে ডুবে থাকেন। ওঁনার এই অধ্যবসায়কে আমি সাধুবাদ জানাই। জীবনদার এই চিন্তা ভাবনার জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বইটি পড়ে জানতে পারবে এই রাজপুর ও সোনারপুরের কৃতি মানুষ, মন্দির, মসজিদ, সংস্কৃতির কথা। হরিনাভী ও সোনারপুরে কত মহাপুরুষ জন্মেছে। সেই পরিচয় মানুষের কাছে যাওয়া দরকার। পাঁচশ পাতার বইটিতে আছে চমকপ্রদ ছবি। সাবেকি ঐতিহাসিক প্রচ্ছদ। ঝাঁ চকচকে পাতায় ঝলমলে ছাপা। প্রথম খন্ডের মত দ্বিতীয় খন্ডটিও বেস্ট সেলার হবে বলে সকলের আশা।

অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ অ্যাকাডেমি ও
YOUTH TRAINING CENTRE Under NEST & NCVT (Govt. Of INDIA)
রায়নগর রেলগেট, ডায়মন্ড হারবার
(স্টেশানের পূর্ব দিকে লেবেল-ক্রশিং গেটের কাছে, হামিদ বাবুর বাড়িতে)
হেল্পলাইন ঃ ৭৬৭৯১৭৯৬৫৯ / ৯০৪৬৯৬১১৫৪ / ৯৭৩৫৫৫৫৫০৩
ব্রাঞ্চ ঃ সরাচি স্কুল মোড়, দেউলা, হেল্পলাইন ঃ ৮৫১৫৮৮৭১৩৫ / ৮০০১৯৭২৯৩১
100% SATISFACTION GUARANTEED FREE WIFI
পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের (আর্টস্) সকল বিষয় এবং বি.এ. পাশ ও অনার্স-এর বিষয় পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানো হয়।
বেসিক ও ডিপ্লমা সহ
IT, DTP, FA, Multimedia, Hardware Networking
মোবাইল রিপেয়ারিং, স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।

শুভ শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
Space Donated by:
A Well Wisher

শুভ শারদীয়া ও ইদুজ্জোহার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার মাধ্যমে উৎসবের দিনগুলি ভাল কাটুক, সকলেই ভাল থাকুন
নির্মল ঘোষ
(বিধায়ক, পানিহাটি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল পর্যবেক্ষক)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
১২, বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য সরণী
আলিপুর, কলকাতা – ৭০০ ০২৭
দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

সোনারপুর সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পের অর্ন্তগত ৫০০টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের জন্য চাল/ডাল/তেল/লবণ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি গুদামজাত করার জন্য এবং উক্ত খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্যাদি গুদাম থেকে ৫০০টি অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে সরবরাহ করার জন্য বিশ্বস্ত, পরিচিত এবং সম্যক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/ব্যবসায়ী/সমবায় সমিতি প্রভৃতির কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পের বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ করার জন্যও আলাদাভাবে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

দরপত্র সংক্রান্ত 'ফর্ম ও শর্তাবলী' অত্রকরণ থেকে আগামী ০৯/১০/২০১৪ থেকে ১৭/১০/২০১৪ পর্যন্ত বেলা ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত কেবলমাত্র অফিস দিনগুলিতে বিতরণ করা হবে।

দরপত্র খোলা এবং তৎসংক্রান্ত সভার তাং ২৯/১০/১৪
স্থান : বারুইপুর মহকুমা শাসকের অফিস।

সুহৃদকুমার দাস
প্রকল্প আধিকারিক
সোনারপুর আই. টি.ডি.এস প্রকল্প

স্মারক নং, ৮৩৯/আই.সি. ডি. এস সোনা তাং–১৮/৯/২০১৪

কেমন চলছে প্রস্তুতি

পায়ে পায়ে পাড়ায় পাড়ায়

আর মাত্র কয়েক দিন। তারপরেই ছেলেপিলেদের সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসবে উমা। শেষ মুহূর্তে তাই হয়ত বাক্স–প্যাঁটরা গোছাতে মা দুগ্গাকে দশ হাতই ব্যবহার করতে হচ্ছে। এদিকে মা'র বাপেরবাড়ির লোকদের তো চোখ থেকে ঘুমই উবে গিয়েছে। রকমারি থিমের চক্করে পড়ে কাজ শেষ করতে গিয়ে নাভিঃশ্বাস উঠছে কারিগরদের। কোথাও বৃষ্টির চোখরাঙানি তো কোথাও ক্রমশ উর্ধ্বমুখী হওয়া বাজেটের চোরা–চাহনি, সব মিলিয়ে চাপে পড়ে এখন দুর্গানাম–ই জপ করছেন উদ্যোক্তারা।

সুমনা সাহা দাস

হরিদেবপুর আদর্শ সমিতি

'রূপসী বাংলা'

শহরের ইট–কাঠ–বালি–কংক্রিটের পাথুরে জীবনে স্নিগ্ধ সবুজের ছোয়ায় গ্রাম্য মাটির গন্ধ। সমগ্র পুজো মণ্ডপ যেন একটি ছোট গ্রাম, তার মাঝে মা আসছেন ঘরের মেয়ের মতো। শিল্পী চাঁদ রতন হালদারের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় অকৃত্রিম ফলন, গাছপালা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে হৃদয়ে নরম স্পর্শ। খড়ের চালার ঘর থেকে তুলসী প্রাঙ্গনে, গবাদি পশু–পাখি লালন থেকে সবজীবাগান সবই যেন মাঠ–প্রান্তরে রোদের ঝিলিক লাগা গ্রামের মেঠো পথের প্রান্তীয় বাসস্থান। ক্লাব ও পুজো সভাপতি শুভাশীষ চক্রবর্তী বলেন, 'নগরায়নের তে বেশি প্রকোপ আমাদের এই দক্ষিণ কলকাতার বুকে আছড়ে পড়েছে যে মানুষ শুদ্ধ শ্বাসবায়ু হারিয়ে ফেলছে। এই পুজো প্রাঙ্গনে এসে সেই কাঠিন্য থেকে অনেকখানি মুক্তি পাওয়া যাবে। এছাড়া দুষণের বিরুদ্ধে সবুজায়নের প্রয়োজনীয়তার বার্তাও আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে।'

৬৬ পল্লী

'হাতে রইল কেবল পেনসিল'

শহর জুড়ে প্যান্ডেলগুলোতে শুরু হয়েছে রকমারি থিমের যুদ্ধ। হরেক রকম শিল্পকর্মে ছেয়ে গিয়েছে শহর। কিন্তু ৬৪তম বর্ষে পৌঁছে ৬৬ পল্লী এবছর একটু অন্যরকম ভাবনাচিন্তা নিয়ে আসছে তাদের মণ্ডপে। সর্বশিক্ষা অভিযানকে কেন্দ্র করেই তাদের এবারের মণ্ডপ সেজে উঠছে। কার্যকরী সদস্য জয়দীপ চট্টোপাধ্যায় জানালেন সমগ্র মণ্ডপটি সেজে উঠছে প্রায় তিন লক্ষ পেনসিল, স্লেট, রঙ পেনসিলের মাধ্যমে। মণ্ডপের প্রবেশ পথে দর্শকরা দেখবেন একটি পেনসিল দানি ও ক্যানভাস, যার মধ্যে থাকবে শিশুদের আঁকা কিছু ছবি। মণ্ডপের মধ্যমণি হয়ে থাকবে স্লেট ও পেনসিলের দ্বারা তৈরি একটি জ্ঞানবৃক্ষ। তবে ৬৬ পল্লীর এবারের সব থেকে বড় চমক হল মণ্ডপের মধ্যে থাকা একটি ওপেন ক্যানভাস। মণ্ডপে ঘুরতে আসা শিশুরা এখানে ইচ্ছামত আঁকিবুকি কাটতে পারবে। সুতরাং, এবিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকা যায় যে, শিল্পী অমর সরকারের পরিকল্পনায় ও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত উপকরণে তৈরি এই মণ্ডপ এবারে পুজোয় শিশুদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয় হতে চলেছে।

উল্টোডাঙ্গা পল্লীশ্রী

'শাশ্বত শান্তি'

উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী চিরকালীন রূপ গায়ে গা ঘেঁষে কংক্রিটের বাসস্থানদের নিশ্চুপ বার্ধক্য। তারই মাঝে জহরলাল দত্ত লেন, কলরবমুখরিত জীর্ণতার প্রতিকী এক গলি। বিদ্যুতের তার, দূরভাষ, টেলিভিশনের তারের জালিকায় এই সরু পথ ছিল যেন দৃষ্টি দূষিত এক অসুর। শিল্পী সুশান্ত পালের প্রয়াসে বর্তমানে অভূতপূর্ব রূপ পেয়েছে এই দীর্ঘ পুরাতন স্থানটি। তার জালিকা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দু'পারের বাড়ি–ঘর সেজে উঠেছে মনোগ্রাহী এক দৃষ্টি শোভায়। সমগ্র আবহে শ্বেতশুভ্র রঙহীন রঙিন আবেশ, যেন কৃত্রিম কোনও ক্ষুদ্র শহরের গলিপথ, শিল্পীর কথায়, পুরনো হট্টগোলযুক্ত অগছালো বিষম বিন্যাসের অসংখ্য রঙীন বা রংহীন গলিটির কাঠামোগত কোনও পরিবর্তন না করে নতুন করে নান্দনিক অলঙ্করন–এর সাহায্যে প্রাণোজ্জল ও উৎসব মুখর করে সৃষ্ট শাশ্বত শান্তির আবহ। তারই মাঝে অধিষ্ঠিতা দেবীর রূপও হবে শুভ্র, শান্ত, সমহিত নির্মল।

বোসপুকুর তালবাগান সর্বজনীন

'ফুলদলে শক্তি'

মানব জন্ম থেকে মৃত্যু সব উপাচারেই অনবদ্য অংশ গ্রহণ এং 'সৌন্দর্যের কোমলতম বহিঃপ্রকাশ হল ফুলের। শিল্পী রবীন রায়ের চিন্তনে এই ফুলই সমগ্র মন্ডপ জুড়ে শক্তির রূপকে তুলে ধরছে তবে একটু অন্যমাত্রায় অন্যরূপে। শৈশবের জীবন বিজ্ঞানে বইয়ের পাতা জুড়ে ফুলের পুং কেশর ও গর্ভকেশর–এর রাজত্বকে রূপক করে মন্ডপে তুলে ধরা হয়েছে সেই আদল।

মন্ডপের সম্মুখভাগে থাকছে পুলের গর্ভকেশর বা বীজের আবাস অর্থাৎ মাতৃশক্তির শরমাণুরূপ এবং ধীরলয়ে প্রবেশ গর্ভকোষে শক্তিদাত্রী দেবী দুর্গার মূর্তি অধিষ্ঠিতা। বহিঃর্ভাগে থাকবে পুংকেশর অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের চিরন্তর রূপ। সমগ্র মন্ডপ হবে পাপড়ির আদলে এবং প্রতিমার বস্ত্রও সজ্জিত হবে ফুলের মতোই।

সুরুচি সংঘ

'বিশ্বশান্তি–ছত্তিশগড়'

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজ্য রাজনীতি আজ তীব্রভাবে অশান্ত। বহু ঘাত–প্রতিঘাতের মধ্যে অন্যতম সমস্যা মাওবাদী আন্দোলন। বহু রাজ্য ও জেলার মধ্যে ভারতের ছত্তিশগড় এই আন্দোলনের অন্যতম আখড়া। এই দ্বন্দ্ব ও বিবাদের মাঝে বিশ্বশান্তির বার্তা ও ছত্তিশগড়ের আদিবাসীদের শিল্পকলার সঙ্গে উপকথার মিশেলে শিল্পী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায় সেজে উঠবে এবারের সুরুচি।

মন্ডপ প্রাঙ্গেনের মাঝে থাকবে 'ট্রি অফ লাইফ' যা ওই অঞ্চলের মানুষের আদি জীবনযাত্রাকে তুলে ধরছে শান্তির প্রতীক রূপে। মূল মন্ডপে থাকছে জোরি, ডোকরা, পিথোরা, গোন্দ, টেরাকোট, পিতলের ওপর নাগপাশি শিল্পের নানা রূপ প্রদর্শন ও রঙ আলোর খেলা। মন্ডপের ওপরে থাকছে ময়ূরের পেখম তোলা অবয়ব, যা আনন্দের বার্তা দিচ্ছে। মন্ডপের একপাশে থাকবে আঞ্চলিক উপকথার প্রতীক ছিন্নমস্তক বিশালাকার মানবমূর্তি যার দেহ থেকে তিনরঙা মানবধারা বেরিয়ে আছে, শুভ্রতা পূর্বপুরুষের প্রতীক, লাল সাধারণ মানব ও কালো অশুভ শক্তির প্রতীক রূপে। অন্যপাশে থাকবে ওই রাজ্যের পিতৃপুরুষের পুজো করা রীতি মেনে তার প্রতীক। এছাড়া থাকবে আদিবাসীর জীবনযাত্রার অঙ্গ 'ঘোটুর' যা এদের পাঠশালা এবং কর্মশিক্ষা ও জীবনসঙ্গী নির্বাচনের অন্যতম স্থান।

বহিরদ্বারটি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবে অন্যভাবে। পুজো সহ –সভাপতি রানা সরকার জানান, 'বিশ্বশান্তিকে বিশেষ ভাবে দেখানোর জন্য সমগ্র মন্ডপের চারপাশে শ্বেত শুভ্র পায়রা রাখা হয়েছে, সাথে বেরনোর পথে উপরে থাকবে বিশালাকার উড়ন্ত পায়রা এবং দু'দিকে দুটি ডোরি কাজের পায়রা ও যুদ্ধ বিরতি চিহ্নরূপে নিম্নমুখী তির।'

পুজোরদিনগুলিতেপ্রতিবারের মতোই থাকবে রাজ্যটির নিজস্ব নৃত্য প্রদর্শন। প্রতিমা শিল্পী নব পাল তার শৈল্পিক টানে দেবী মূর্তিতে মিশিয়ে দেবেন বাংলার মাতৃমূর্তির ভিতর ছত্তিশগড়ের শিল্পকলার কল্পরং।

বাঙালির বহু অপবাদ রয়েছে, তার মধ্যে প্রধান 'বাঙালি বড়ই অকর্মন্য জাতি'। কিন্তু বহু প্রাচীন এই অপবাদের কপালে প্রশ্নচিহ্ন ঝোলাবার সময় বোধহয় এসে গিয়েছে। সৌজন্যে বাঙালির সেরা পার্বণ দুর্গাপুজো। মন্ডপে মন্ডপে যেভাবে মন–প্রাণ–শ্রম দিয়ে গোটা বাংলা এক হয়ে পড়েছে মা দুর্গার আবাহনে, বাঙালিকে আর বোধহয় অকর্মণ্য বলা যাবে না। দেবী পক্ষের সূচনার সাথে সাথে গোটা শহর জুড়ে তৈরি হতে থাকা পুজোকমিটিগুলির তৎপরতা চরম শিখরে পৌঁছে গিয়েছে। তাই বলতে বাধা নেই ব্রাজিলের রিও ফেস্টিভ্যাল থেকে শুরু করে স্পেনের টোমাটিনা উৎসব–বিশ্বর তাবড় তাবড় ফেস্টিভ্যালকে কয়েক গোল দিতে প্রস্তুত কর্মঠ বাঙালির শারদোৎসব। প্রস্তুতির শেষবেলায় বাংলা জুড়ে ঘুরে দেখলেন। সুদীপ কুমার দাস, অর্পণ মণ্ডল, ফারহিন খাতুন, প্রতিম রাহা।

দমদম পার্ক তরুণ সংঘ

'রং–এ রাঙিয়ে মন মাতাতে, মা আসছেন অশুভের বিনাশে'

সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মানুষজন বসবাস করেন। বিশালবহুল এই দেশের লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারটুকুও কানায় কানায় পূর্ণ। আর এই ভাণ্ডার থেকেই তাদের পুজোর ভাবনাকে খুঁজে পেলেন দমদম পার্ক তরুণ সংঘের শিল্পীরা। ২৯ তম বর্ষে পা রাখা এই পুজোর এ বছরের ভাবনা উঠে আসছে হরিয়ানা প্রদেশের এক লোকসংস্কৃতি–'সাঁজিমাতা' পুজো ও উৎসব। হরিয়ানা ও রাজস্থানের গ্রামগুলিতে হোলির আগে গ্রামের মহিলারা এই উৎসব পালন করেন।

সমগ্র পুজোমণ্ডপেই থাকছে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে তৈরি বিভিন্ন রঙিন পটচিত্র। পুজো সম্পাদক জয় সেনগুপ্ত জানালেন, মাটি, থার্মোকল ছাড়াও রঙিন সুতোর কাজ করা খাটিয়া ব্যবহার করা হয়েছে এই মণ্ডপে। এছাড়াও ঝকমকে আলোকসজ্জা ও সাজিমাতা পুজোর নিজস্ব উপকরন গোবরের ঘুটের উপর তেরি কলাচিত্র এই মণ্ডপের লোকসংস্কৃতিকে অন্য মাত্রা দেবে। উদ্যোক্তারা জানালেন, প্রতিমায় সাবেকিয়ানা থাকলেও তাতে থিমের ছোঁয়া অবশ্যই থাকবে। শিল্পী প্রশান্ত পালের পরিকল্পনায় প্রায় তিন মাস ধরে তৈরি হওয়া এই মণ্ডপের সাজসজ্জা তৃতীয়ার দিন থেকেই দর্শকরা চাক্ষুস করতে পারবেন।

গোলাঘাটা সম্মিলনী

'চৈতন্যের চালচিত্রে আঁকা হল চিন্তামনি'

৩৬তম বর্ষে পা রাখা উল্টোডাঙ্গার এই জনপ্রিয় পুজোতে দেবী দুর্গাকে এক প্রতিবাদী নারী চরিত্র রূপে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। শিল্পী রূপচাঁদ কুণ্ডু'র ভাবনায় এই মণ্ডপে ফুটে উঠছে আধুনিক এবং অবশ্যম্ভাবী শিল্পকলার কে অপরূপ নিদর্শন। পুজো সম্পাদক শঙ্কর সরকার জানালেন, মণ্ডপে খোলা আকাশের নীচে দর্শনার্থীরা নিজেদের দেখবে। পুরনো পাথরের দেওয়ালকে টেক্সচার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পুজো মণ্ডপ তৈরিতে সাবেকি জিনিস ছাড়াও প্রায় দশ হাজার খালি জলের বোতল কৌটো, জালের বল প্রভৃতি ব্যবহার হচ্ছে। প্রায় তিন মাস ধরে তৈরি হওয়া গোলাঘাটা সম্মিলনীর এই মণ্ডপের আধুনিক শিল্পকর্ম এবং অন্যরকম জিনিসের ব্যবহার খুব সহজেই দর্শকের চোখ টানবে।

বোসপুকুর শীতলামন্দির দুর্গোৎসব কমিটি

'এবারে আমরা আসলে নয় নকলে'

প্রতিবছরই এই পুজোর উদ্যোক্তারা কিছু নতুন চিন্তাভাবনার মাধ্যমে সকলকে চমকে দেন। সেই ধারাকে অব্যাহত রেখেই ৬৫ তম বর্ষে বোসপুকুর শীতলামন্দিরের ভাবনায় উঠে এসেছে বেশ কিছু বিশেষত্ব। একদিকে এই মণ্ডপে থাকছে ভারতীয় নৃত্য ও লোকশিল্পের সমন্বয়। অপরদিকে রয়েছে খাদ্য পিরামিড ও দেবী অন্নপুর্ণার আবির্ভাবের কাহিনী। শিল্পী বিভাস মুখোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় তৈরি এই মণ্ডপটি নির্মাণ হচ্ছে প্রচুর বিস্কুট দিয়ে। মণ্ডপের মধ্যে জীবন বৃক্ষের মাধ্যমে বিশ্বমানবের অবস্থান দেখানো হবে। পুজো ও ক্লাব সম্পাদক কাজল সরকার জানালেন, মণ্ডপের প্রবেশ পথে একটি শিব মূর্তি থাকবে এছাড়া ১০০ জন চাষীর মডেলের মাধ্যমে খাদ্য পিরামিড দেখানো হবে।উদ্যোক্তারা জানালেন, প্রতিমার মধ্যে দেবী অন্নপূর্ণার আদল থাকবে বলে জানালেন।

সবমিলিয়ে সারাবছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকা এই পুজোকমিটি এবারেও চমক দিতে তৈরি।

হিন্দুস্থান পার্ক সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

'শুদ্ধ রূচির উপাচারে মাকে মোরা আনব ঘরে'

দর্শনার্থীদের মনে ভক্তিভাব ও শ্রদ্ধার সম্বন্বয়ে শক্তি সঞ্চার করতে এবার ৮৪তম বর্ষে বেছে নিয়েছে হিন্দুস্থান পার্ক

কাল্পনিক মন্দিরের আদলে থিমের রূপকথা। শিল্পী প্রশান্ত পালের ভাবনায় দেবী আরাধনার আঙ্গিকে প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে মাটি, বাঁশ, লালপাড় কাপড়, শাঁখা, পলা ইত্যাদি দ্বারা। মণ্ডপের প্রবেশ দ্বারে থাকছে বিভিন্ন পটচিত্র ও দেবদেবীর মূর্তি। সম্পাদক সুতপা দাস জানান, 'মণ্ডপে প্রবেশ করলে মানুষের মনে ভেতর থেকেই ভক্তির সম্প্রসারণ ঘটবে।'

বাদামতলা আষাঢ় সংঘ

'অবতার কণা'

স্বর্গ–মর্ত্য–পাতাল যখন অশুভ শক্তির দাপটে বিপন্নতা অনুভব করছিল তখন সেই অশুভ শক্তির বিনাশে আবির্ভাব হয় মহাশক্তির। তখন সমস্ত দেবশক্তিকে এক আধারে এনে সৃষ্টিলাভ করে অবতার কণা। মূলত এই সব মহাজাগতিক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই বাদামতলা আষাঢ় সংঘের পুজোমণ্ডপ সেজে উঠছে। ৭৬তম বর্ষে পা দেওয়া এই পুজোর সহ–সম্পাদক মৃন্ময় ভট্টাচার্য জানালেন, প্রকৃতির সৃষ্টি হয়েছে জলের মাধ্যমেই, তাই জলকেই সমস্ত শক্তির উৎসরূপে মণ্ডপে দেখানো হয়েছে। শিল্পী দেবাশীষ বারুই–এর তত্ত্বাবধানে প্রায় তিনমাস ধরে তৈরি হওয়া এই মণ্ডপে প্রতিমার মধ্যেও থাকছে শক্তির সৃষ্টির ছোঁয়া।

দমদম পার্ক ভারত চক্র ক্লাব

'সৃষ্টি যখন বর্ণময়'

শিল্পী শিবশঙ্কর দাসের ভাবনাকে অবলম্বন করে দমদম পার্ক ভারত চক্র ক্লাব এ বছর মাতৃ আরাধনায় এক সৃষ্টিশীল ধারণার ছোঁয়া দর্শক মাঝে দিতে চলেছে। প্রধানত দেবী বন্দনার আঙ্গিকে তাদের থিমে এ বছর নানাবিধ আলোর কারসাজি ফুটিয়ে তুলবে এক অভিনব সৃজনশীল সত্ত্বা। মণ্ডপের ভিতরে আলোর খেলায় তৈরি হবে অপটিকাল ইলিউসান। এই আলোর দৃষ্টিভ্রম দর্শনার্থীদের আকর্ষণ বাড়াবে, এমনটাই বক্তব্য কর্মকর্তাদের। মণ্ডপে প্রতিমা থাকবে সাবেকি ঢঙে। পুজো সম্পাদক শৈবাল বোস জানান, 'অনান্য থিমের মত দর্শক মাঝে কোনও বার্তা প্রেরণের জন্য এবারের প্রয়াস নয়, এবারের চেষ্টার উদ্দেশ্য হল কিছু নতুন ক্রিয়েশন'।

সমাজসেবী সঙ্ঘ

'সুরের ভাবনায় সমাজসেবী'

'মানুষের দুঃখ–বেদনার দিকগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভাষার মাধ্যমে, আর সেগুলি শান্ত হয় সুরের সম্বন্বয়ে'–কবিগুরুর এই মতবাদ সঙ্গে নিয়ে এবছর মাতৃ আরাধনার প্রেক্ষাপট হিসেবে 'সুর'–কে বেছে নিয়েছে সমাজসেবী সঙ্ঘ। গতবছর 'বই' নিয়ে তাদের ভাবনা ছিল। এবার ৬৯তম বর্ষে শিল্পী প্রদীপ দত্তের চিন্তনে তারা সঙ্গীতকে সঙ্গী করে দেবী বরণ করবে। প্যান্ডেল গড়ে উঠছে গ্র্যান্ড পিয়ানোর আদলে। ৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষেপ্রবেশদ্বারে থাকবে রাহুল দেব বর্মনের মূর্তি। বিশেষভাবে যা এই পুজোর আকর্ষণ বাড়াবে আর থিমের অন্যতম উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলবে, তা হল এমন কিছু সেকেলে বাদ্যযন্ত্র, যার ব্যবহার দিন প্রতিদিন কমে আসছে। এদের মধ্যে থাকছে রাবাব, খোল, বাঁশি, সেতার, মাউথঅর্গ্যান ইত্যদি। মৃন্ময়ী মূর্তির আদলে তৈরি হবে প্রতিমা। ক্লাবের সহ সভাপতি প্রবেশ মুখোপাধ্যায় জানান, 'সমাজসেবী নামের সাথে সংগতি রেখে আমরা সারা বছর সেবামূলক কাজ করে থাকি।'

আরও পুজো ৮–এর পাতায়

ॐ

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ

ডাঃ সুবোধ চৌধুরী

ব্রহ্ম সংহিতার প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে:–

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্বকারণকারনম্।।

ঈশ্বর: শব্দের অর্থ পরম নিয়ন্তা – এই বিশ্ব সংসারকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি ঈশ্বর। তিনি কে? – পশ্যন্তি, পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি। তিনি সব দেখেন, পালন করেন নিয়ন্ত্রণ করেন সমগ্র জগৎ সংসারকে। কৃষ্ণ – ব্রজেন্দ্র নন্দন, যশোদানন্দন, নন্দনন্দন, গোপীকুলের প্রাণধন বৃন্দাবনও বৈকুণ্ঠবাসী শ্রী কৃষ্ণই হলেন ঈশ্বর।

পরম: সকল ঈশ্বরগণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ: যারা ঈশ্বরকে নিরাকার বলে থাকেন বা ব্রহ্মবাদী, নির্বিশ্বরবাদীরা। তাদের জন্য সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাজীর এই শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, ব্রহ্মাজী শ্রীকৃষ্ণের শরীর কেমন তা এখানে ব্যাখ্যা করেছেন

– সচ্চিদানন্দ – সৎ+চিৎ+আনন্দ আমাদের মতো তার শরীর রক্ত–মাংস হাড় দিয়ে তৈরি নয় – তার দেহ সৎ – অর্থাৎ যাহা নিত্য অক্ষয় যার বিনাশ নেই সেই সৎ বস্তু দিয়ে তৈরি। চিৎ–অর্থাৎ–চেতনাশক্তি, জ্ঞান, আনন্দ–আহ্লাদিনি শক্তি। আনন্দময়ী শক্তি তিনি সৃৎচিৎ–আনন্দের এক ঘনীভূত মূর্তি। তাঁহাতেই শোভমান। কৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর বাকি সব দেবতা তারই প্রকাশ যেমন –দুধ–কার্য–কারনের জন্য দুধ থেকে দই হয়, ক্ষীর হয়, ঘি হয়। দই, ক্ষীর, ঘি সবই দুধের প্রকারভেদ কৃষ্ণই ঈশ্বর, পরমেশ্বর, সকল অবতারের অবতারী।

বিগ্রহ: তিনি নিরাকার নন – বিগ্রহ – তাঁর বহুরূপী হলেও তার একটি আকার আছে – যেমন জল নিরাকার কিন্তু সে যে কোনও আকার গ্রহণ করতে পারে। কৃষ্ণ নিরাকার হলে তিনি আকারযুক্ত তাই তো তিনি সর্বশক্তিমান। যিনি সর্বশক্তিমান বলে সবাই মেনেছেন তিনি কোনও রূপ ধরতে পারেন না। এটা কেমন সর্বশক্তিমানের পরিচয় তাই ঈশ্বর নিরাকারও বটে আকারও আছে সেই বিগ্রহ হল শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ – সৎ–চিৎ–আনন্দময় বিগ্রহ।

এতে চাংশকলা পুংস

কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম।

অনাদিরাদি – তিনিই আদি – তিনিই অনাদি – ব্রহ্মান্ড সৃষ্টিতে তার আগেও কিছু ছিল না – তার পরও কিছু থাকবে না।

বেদে বলা হয়েছে –

১) যো ব্রহ্মানং বিধধাতি পূর্বং

যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণ।

ব্রহ্মা যিনি পর্বকালে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি সেই জ্ঞান সৃষ্টির আদিতে কৃষ্ণের কাছ থেকে প্রাপ্ত হন।

২) ব্রহ্মানো দেবকী পুত্র।

দেবকীপুত্র কৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

৩) একে বৈ নারায়ণ আসীন,

ন ব্রহ্মা ন ঈশানো

নাপো অগ্নি, সমৌদ্যাবাপৃথিবী, ন নক্ষত্রানি

ন সূর্যোঃ।।

সৃষ্টির আদিতে কেবল নারায়ণ আসীন ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, শিব ছিলেন না, আকাশ, সূর্য চন্দ্র কিছুই ছিল না কেবল কৃষ্ণ ছিল।

৪) ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘন, কৃষ্ণ আদিকুরুষ: কৃষথ্ণ পুরুষোত্তম: কৃষ্ণো হা উ কর্মাদিমূলং কৃষ্ণো স হ সর্বৈকার্য, কৃষ্ণো কাশংকৃন্দাদীশমুখপ্রভুপূজ্য: কৃষ্ণোহনাদিস্তামিন্ন জান্তান্তর্বাহ্যো যৎমঙ্গলং তল্লভতে কৃতি।।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণহ সৎ, বিদ, আনন্দঘন বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণই আদি পুরুষ: কৃষ্ণ পুরুষোত্তম: কৃষ্ণহ সমস্ত সর্বো মূল সর্বকার্যের উৎস। তিনি সকলের একমাত্র প্রভু। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি ঈশ্বর প্রমুখে দেবগণের প্রভু ও পূজ্য তিনি অনাদি, তিনিই জগতের অন্তরে ও বাহিরে।

গোবিন্দ: শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় সকলের – রাজা –

সর্বকরানকারনম: তিনিই জগতের সর্বকারণের কারণ, এ সম্বর্কে ব্রহ্মাজী কি বলছেন –

সৃষ্টি স্থিতিপ্রলয় সাধনশক্তিরেকা –

ছায়েব যস্য ভূবনানি বিভর্তি দুর্গা।

ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চেষ্টতে সা

গোবিন্দসাদিপুরুষং তমহং ভজ্যামি।।

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় সাধনী মায়াশক্তি ভূবনপূজিতা 'দুর্গা' তিনি যাঁর ইচ্ছানুরূপ কাজ করেন সেই গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ব্রহ্মসংহিতায়: আরও কি বলা হয়েছে –

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকল গ্রহানাং

রাজা সমস্তসুর মুর্তির অশেষ তেজা।

যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো

গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি।।

গ্রহ সকলেরর রাজা, অশেষ তেজবিশিষ্ট সবিতা বা সূর্য জগতের চক্ষুস্বরূপ তিনি যার আদেশের কালচক্রে উদয়অস্তে ভ্রমণ করনে সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

এমনি বেদ, উপনিষদ পূরাণ ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণই আদি পুরুষ সর্ব কারণের কারণ।

কৃষ্ণ: তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই সকলের আনন্দদাতা। কৃ অর্থ কর্ষণ করা মাটি কর্ষণ না করে বীজ পবন করলে গাছ তৈরি হবে না। ন মানে আনন্দ, সেই রূপ কৃষ্ণ শব্দের অর্থ কৃষ্ণ শব্দের অর্থ আনন্দ কর্ষমকারী কৃষ্ণকে না ডাকলে আনন্দ পাবেন না। কারণ তিনিই আনন্দ আকর্ষণ করেন, অন্য কেহ নয়। তাই তো সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা এক জায়গায় বলছেন, হে কৃষ্ণ এই জগতের সমুদ্রের জলরাশির যতো অনুকণা, সূর্য থেকে আগত আলোককণা, আকাশের! যতো হিমকণা আর পৃথিবীর যতো ধূলিকণা সবই বিজ্ঞানীরা গণনা করতে পারবেন। কিন্তু তোমার মহীমা তোমার অনন্ত লীলা, অনন্ত রূপ, কেহ কখনও গণনা করতে পারবে না।

তুমিই জগতের সকল আনন্দের উৎস। তাই তো বলা হয় –

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব হয় বহির্মুখ।

এতয়েব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।।

তাই ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ।

তাবদ্রাগদয় স্তেনাস্তাবৎকারাগৃহমগৃহম।

তাবন্মোহহঙ্খিনিগুড়ো যাবৎ কৃষ্ণ নতে জনা:।।

ব্রহ্মাজী এখানে বলেছেন বলেছেন, হে কৃষ্ণ যতদিন পর্যন্ত জীব তোমার চরণ সেবনে একনিষ্ট না হয়, অতদিন পর্যন্ত কামনা, বাসনা, আসক্তি, চোরের মতো তাদের বিবেক হরণ করে, তাদের কাছে গৃহ কারাগৃহে পরিণত হয় এবং তাদেরকে দুঃখের কারাগারে আবদ্ধ থাকতে হয়।

বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, গীতা ভাগবৎ, মহাভারত সমস্ত শাস্ত্র থেকে জানতে পারি শ্রীকৃষ্ণই ভগবান। কিন্তু কলিযুগ, কলুষতার যুগে গুরুকে ভগবান বলে প্রচার করা হচ্ছে আবার কেউ বলে মানুষই ভগবান, ঈশ্বর বলে কিছুই নাই। সমাজে তাই সবাই যদি ভগবান সাজে, সবাই যদি প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি মনে করে তবে সমাজ অন্যায় ও ব্যাভিচারে ভরে যাবে।

ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্টতি। সমস্ত জীবের হৃদয়ে ঈশ্বর আছেন তাই বলে জীব ঈশ্বর হেব না। সোনার খনি আর সোনার আংটি একই দ্রব্যগুন তাই বলে আংটি কখনও সোনার খনি নয়। শিশিরের মধ্যে সমুদ্রে জল থাকলে শিশিরটি সমুদ্র নয়। সমুদ্র সমুদ্রই, ভগবান এক ও অদ্বিতীয়, জীব কখনই ভগবান হবে না – না – না।

ভগবতগীতা অনুযায়ী

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন। জীব ভগবানের নিত্য অংশ জীব কখনও ভগবান নয়।

জীবকে যারা ভগবানের আসনে বসাবেন যম তাদের দন্ড দান করেন।

যেই মূঢ় কহে, জীব ঈশ্বর হয় সম।

সেই তো পাষণ্ডি হয়, দন্ডে তারে যম।।

পদ্মপূরাণে বলা হয়,

যস্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মা রুদ্রাদিদৈর্বতেঃ

সমত্বনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম।

অর্থাৎ যে ব্রহ্ম, রুদ্রাদি দেবতা গনের সহিত নারায়ণের সমান এরূপ মনে করে সেই লোক নিশ্চই পাষণ্ডি।

এই নারায়ণং বিষ্ণু স্বয়ং কৃষ্ণ।

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বাশ্রয়।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কয়।

(চৈতন্য চরিতামৃত)

সাধনবাবু কুকুর দুটোকে ভেসে যেতে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন

শঙ্কর প্রামাণিক

সাধনবাবু আমার হাত ধরে আস্তে টান দিলেন, বললেন চলুন আমার সঙ্গে। আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে ঘুরছিল।

গতবারে যখন এসেছিলাম, তখন অন্যদের সঙ্গে আপনিও আমার সঙ্গে ছিলেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

আপনি কিছু মনে করবেন না। এরকম পিস্ দু'চারটে সব জায়গায় পাবেন।

তা জানি।

আমি চায়ের দোকানে বেঞ্চিতে এসে বসেছি। দোকানের বারান্দায় বসে চারজন তাস খেলছিলেন। আর জনা তিনেক লোক খেলা দেখছিলেন। এঁদের মধ্যে থেকে একজন আমাকে বললেন, আপনি একবার পুজোর সময় এখানে এসেছিলে না? বললাম ২০০৮–এর আগস্ট মাসে। আয়লার এক বছর আগে। সেবারে নিত্যানন্দ সরকারের বাড়িতে ছিলাম। এখন ২০১০–এর নভেম্বর। আয়লার এক বছর পর গ্রামের অবস্থাটা দেখতে এলাম। আমার দিকে পিছন করে যে ভদ্রলোক তাস খেলছিলেন, আমার দিকে না তাকিয়েই, পাশের লোকের কাছে আস্তে করে বললেন, এতদিন পরে কী ছিঁড়তে এসেছে:

কথাটা আমার কানে আসতেই তো ডেকে নিলাম। অসভ্যলোক। খায়–দায় আড্ডা মারে আর ঘুরে বেড়ায়। সাধনবাবু লজ্জা পেয়ে বলেন।

তখন খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম। গ্রামের সবাই খেতে পায়। সবাই কিছু না কিছু কাজ করে। ছেলে মেয়েরা স্কুলে যায়। মাছ–কাঁকড়া ধরা ছাড়াও প্রায় প্রত্যেকটা পরিবার আগাম টাকায় জমি নিয়ে মরিচঝাঁপি খালের জলে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ করত। তাতে সারা বছরের খোরাকি হয়ে যেত।

এখন সে চাষ হচ্ছে না। মরিচঝাঁপি খালে নোনা জল ঢুকেছে। জমিতেও নোনা পুটে উঠেছে। চাষবাস এখন বন্ধ। গ্রামের লোক কাজের সন্ধানে বারে চলে গিয়েছে। এখনও যাচ্ছে। সাধনবাবু জানান দেন।

আমরা গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছি। সত্যিই আয়লা গ্রামের চেহারা পাল্টে দিয়েছে। সবাই এখনও মাথা গোঁজার জন্য ডেরা বাঁধতে পারেনি। এখানে আসতে না পারলে গ্রামের বর্তমান চেহারাটা দেখা হত না। তাছাড়া গ্রামের মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগও মিলল। আমি তিনদিন হল সাতজেলিয়াতে আছি। কাঁকড়ামারাদের বিষয়ে খোঁজ খবর করতে। যখন জানলাম সাতজেলিয়া থেকে সকালবেলা খেয়া নৌকোয় করে হেঁতালবাড়ি ৭ নং ও কালিদাসপুরে ৮ নং আসা যায়, তখন বেরিয়ে পড়লাম। সকাল ৯টার মধ্যে পঞ্চরামের ঘাটে পৌঁছে গিয়েছি, খবর নিয়ে জেনেছি সন্ধের আগে এখান থেকে সাতজেলিয়ায় ফেরার খেয়া পেয়ে থাকে। সাধনবাবুকে সঙ্গে পাবো ভাবিনি। আমার খুব সুবিধেই হল।

আপনি এখন কী করছেন? সাধনবাবুকে জিগ্যেস করলাম।

আমিও কাজের সন্ধানে কলকাতায় ফিরেছিলাম। কনট্রাক্টরের আন্ডারে সেন্টারিং–এর কাজ করতাম। দৈনিক মজুরি ২৭০ টাকা। ঢাকুরিয়া–যাদবপুর অঞ্চলে কাজ হচ্ছিল। ভাল লাগেনি। ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি।

এখন কী করবেন?

অন্যের নৌকোতে ভাগে কাজ করব। কাঁকড়া ধরব। ২২ বছর নিজের নৌকো নিয়ে কাঁকড়া ধরেছি। এখন পরের নৌকোয় ভাগী হয়ে যেতে হচ্ছে।

নিজের নৌকো নামাচ্ছেন না কেন?

দশ–বারো হাজার টাকা দিয়ে পারমিট ভাড়ায় নিতে হবে। তবে নৌকো নামাতে পারব। এত টাকা জোগাড় করা তো সম্ভব নয়। আয়লায় ওই নৌকোটা ছাড়া সব কিছুই গাঁড়াল নদীর বাঁধ ভাঙা

স্রোতে তলিয়ে গিয়েছে। ঘরবাড়ি, সারা বছরের খোরাকির চাল, জামা–কাপড়, বিছানা–পত্র, বাসন–কোসন সবই গিয়েছে।

আপনারা যে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন এটাই সুখের কথা।

বাঁধটা দিনের বেলায় ভেঙেছিল বলে রক্ষে। জীবনহানি ঘটেনি। মানুষের জীবনহানি না ঘটলেও, স্রোতের টানে পোষা গরু–বাছুর, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি সবই ভেসে গিয়েছে।

গ্রামের মানুষ কোথায় আশ্রয় নিয়েছিলেন?

উঁচু জায়গায় স্কুলে, উপ–স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, পড়শির পাকা বাড়িতে।

সাধনবাবু আট বছরের ছোট ছেলে আর বউকে নিয়ে গ্রামের একজনের উঁচু পাকা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বড়ো ছেলেটা তার জামার বাড়িতে (মোল্লাখালি বাজারে) থাকে। বউ ও ছেলেকে নিরাপদ জায়গায় রেখেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারছিলেন না সাধনবাবু। চিন্তা কালু আর ভুলুকে নিয়ে। দুটো পোষা কুকুর। সাধনবাবু কুকুর দুটোকে ভেসে যেতে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের উদ্ধার করেছেন। সাধনবাবুর মাটির ঘর ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়েছে। ঘরটা জলে ডুবে থাকলেও খড়ের চালের টিকিটা জেগে আছে। সাধনবাবু কুকুর দুটোকে তাঁর ঘরেরচালের না–ডোবা অংশটার ওপর তুলে দিয়েছেন। একবুক জল ভেঙে নিজেদের ত্রাণের খাবার থেকে কুকুর দু'টোকে প্রতিদিন খাবার পৌঁছে দিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে ভরদুপুর। সাধনবাবু পীড়াপীড়ি করে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তাঁদের জন্য রান্না ভাতে আমার দুপুরের আহার সারলাম। নিজের ভিটের ওপরে ত্রিপলের কুঁড়ে বেঁধে সেখানে সাধনবাবু বউ ছেলে নিয়ে কোনরকমে আছেন। তাঁদের সঙ্গে কুকুর দুটোও সমান মমতায় ঠাঁই পেয়েছে। কুকুর দুটো উঠোনে ঘরের ছায়ায় শুয়েছিল। সাধনবাবুর সঙ্গে আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

মাঙ্গলিকী

সালকিয়া সাহিত্য–সংস্কৃতির আসর

খুব নিয়মিতভাবে না হলেও মাঝে মাঝে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সালকিয়া সাহিত্য সংস্কৃতির আসরের বয়স অনেকদিন আগেই ৫ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। এই ঘরোয়া আসরের ৫ বছর পেরিয়ে যাবার পিছনে রয়েছে আসরের ব্যবস্থাপক বরিষ্ট সাহিত্যিক (যাঁর কলম বাংলা ও ইংরাজি দুই ভাষাতেই উজ্জ্বল দাগ কেটে চলেছে) শ্রদ্ধেয় গণেশ গুহ মহাশয় ও তাঁর সহধর্মিনী, সহমর্মিনী, আসরের জননী অন্নপূর্ণা দেবীর উষ্ণ, আন্তরিক আপ্যায়ন। আর তাঁদের এই উষ্ণ আপ্যায়নের টানেই কয়েকমাস আগে আয়োজিত এই ঘরোয়া সাহিত্য সংস্কৃতির আসরে দ্বিতীয়বার যোগদান করলেন ওই সময়ে কলকাতায় উপস্থিত, কলকাতার সংস্কৃতিপ্রেমী, বহু সংস্কৃতি সমৃদ্ধ বরিষ্ট ইংরেজ রন চ্যাটবার্ন।

আসরের প্রথম পর্বে উপস্থিত ছিলেন রন চ্যাটবার্ন, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশ গুহ ('ফাউ' হিসেবে উপস্থিত ছিল বালক জাদুকর রুটজিত লাওনেল দাস!)– বস্তুতঃ এই আসর বসল মধ্যহ্নভোজনের টেবিলে, চলল বাংলা ও ইংরাজি সাহিত্য নিয়ে অসাধারণ আলোচনা। প্রত্যেকেই কিছু জানলেন পরস্পরের কাছ থেকে।

দ্বিতীয় পর্বের আসর বসল সন্ধ্যায়। প্রথম অর্ধে আবাসনের হিন্দিভাষী রুচিবান পরিবারের ছেলেমেয়েরা যোগদান করে আসরকে দিল এক বিশেষমাত্রা। ৪ বছরের শিভম ওঝা অভিনয়ের সঙ্গে শোনাল কিছু রাইমস। বালক শুভম অতি আকর্ষণীয়ভাবে শোনাল 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটির ইংরাজি অনুবাদ। এরপর বালিকা প্রিয়া জয়সওয়াল প্রথমে কবিতা আবৃত্তি করল, তারপর বাজনার সঙ্গে পরিবেশন করল নৃত্য। আর শিশু শিভম ওঝাই বা কম কিসে যায়, সে জমিয়ে দিল আসর 'লুঙ্গি' নৃত্যের মাধ্যমে! এই অর্ধের শেষ পর্বে বালক জাদুকর রুটজিত লাওনেল দাম, দড়ি, সিক্ক, মোমবাতি প্রভৃতির জাদু দেখাল সাবলীলভাবে।

কুড়িয়ে নিল সকলের প্রশংসা (তার প্রশিক্ষক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এনে দিল বিশেষ সম্মান)। রুটের জাদুর সঙ্গেই সমাপ্ত হল দ্বিতীয় পর্বের প্রথম অর্ধের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুরু হল দ্বিতীয় অর্ধের অনুষ্ঠান শুধুই বড়দের নিয়ে। অতঃপর অভ্যর্থক গণেশ গুহ স্বাগত জানালেন আসরে উপস্থিত সকলকে, বিশেষ স্বাগত জানালেন রন চ্যাটবার্নকে। রনের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপের কথা স্মরণ করলেন। এরপর তিনি তাঁর ছাত্রজীবনে সাহিত্য চর্চার কথা বললেন। যা সকলেই শুনলেন মন দিয়ে, উপভোগ করলেন ভবিষ্যতের এক সাহিত্যিকের 'জন্মের' কাহিনী। পরে শ্রী গুহ শোনালেন তাঁর রচিত অনবদ্য ইংরাজি কবিতা 'ফ্যানটাসি'। আসরে উপস্থিত কবি বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার কবিতা থেকে সরে এসে পড়লেন তাঁর অন্যবদ্য অণু গল্প 'নাটক'।

গল্পটির সুন্দর মূল্যায়ণ করলেন গণেশ গুহ এর বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে তিনি শোনালেন বহুদিন আগে কবরখানায় শীতের ভোরে আলো–আঁধারির মাঝে তাঁর না ভোলা শিরশিরানি অভিজ্ঞতার কথা। এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই তিনি পরে লেখেন তাঁর অসাধারণ গল্প 'মৃত্যুঞ্জয়ী'। এদিন শ্রী গুহের অনুরোধে শ্রী নাগ মজুমদার তাঁর নাটক গল্পটিই আর একবার বললেন, তবে এবার বর্ধিত আকারে। এরপর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন তাঁর নতুন কবিতা, 'মনে রেখো' (শারদীয়া শব্দের ঝংকার পত্রিকার জন্য নির্বাচিত হয়েছে) পরে দেখালেন বিদেশি জাদু পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি.সি. সরকার জুনিয়রের সঙ্গে রন চ্যাটবার্নের ছবি (লন্ডনে ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীর পরে আলেক্সজান্ডার প্যালেসে তোলা ছবি)।

এরপর আসরে উপস্থিত জাদুকর–কবি–নাট্যকর্মী আশিস মুখোপাধ্যায় প্রথমে দেখালেন জাদুকলারই একটি বিশেষ বৈচিত্র, 'শেপোগ্রাফি' – সাধারণ কাগজকে নানানভাবে ভাজ করে নানান ধরনের টুঁপি তৈরি করলেন, সঙ্গে ছিল সুন্দর বাচন আর শেষে টুপি থেকে বার করলেন ফুল – দারুণ প্রদর্শনী। এছাড়া সিক্কের জাদুও দেখালেন। পরে শোনালেন ছোটদের জন্য লেখা নিজের কবিতা, আরও শোনালেন একটি নাটকে এক কবির চরিত্রের জন্যে লেখা তাঁর এক হৃদয়স্পর্শী কবিতা – আই.টি জগতের কর্মী যুবা প্রতিভা আশিস মুখোপাধ্যায়কে উষ্ণ অভিনন্দন। এদিন গণেশ গুহ আরও শুনিয়েছেন স্বরচিত বাংলা কবিতা 'ছোট কুকু'। বিশেষ অতিথি রন চ্যাটবার্ন বললেন, তিনি বারবার কলকাতায় ছুটে আসেন একটি কারণে আর সেটি হল, এই শহরের সব মানুষের পরকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতার জন্যে – এই কারণেই তিনি এই নিয়ে ৫ বার কলকাতায় এলেন। পরে রন পাঠ করলেন ইংরাজি কবিতা। যেখানে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথাই বলা হয়েছে। রনকে সবাই উষ্ণ করতালি দিয়ে বিশেষ অভিনন্দন জানালেন। এদিন বুদ্ধদেববাবু আরও একটি স্বরচিত সমৃদ্ধ কবিতা শোনালেন, নাম 'বিস্মৃতি'। এদিন 'মাঙ্গলিকী'র তরফে গণেশ গুহ ও বুদ্ধদেব নাগ মজুমদারের হাতে জাদু সম্রাট পি.সি. সরকার সিনিয়রের আমস্টার্ডডাম শহরে বিশ্বজাদু সম্মেলনে ভাষণরত অবস্থায় তোলা ছবি তুলে দিলেন রন চ্যাটবার্ন – দু'জনেরই সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চায় অবদানের জন্য। অনুষ্ঠানের জননী অন্নপূর্ণা দেবীকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়ে আসর শেষ হল।

'তোমার পরাণে আমার গান'

হ্যালো কলকাতা নিবেদিত 'তোমার পরাণে আমার গান' অ্যালবামটি প্রকাশিত হল নন্দনে। ডঃ অরূপ মিত্র রচিত ও সুরে গান গেয়েছেন নিজেই। এই ভিডিও অ্যালবাম নির্দেশনা দিয়েছেন প্রখ্যাত ফিল্ম–মেকার আশিস বসাক। গানের রেকর্ডিং হয়েছে 'হ্যালো কলকাতা স্টুডিওতে। ভিডিও শ্যুটিং হয়েছে দীঘা, বোলপুর, উত্তরপাড়া ও সল্টলেকে। ডঃ অরূপ মিত্রের অধ্যাত্মবাদ নিয়ে ছবিটি মনোরম সুরেলা গান রয়েছে অ্যালবামে। অভিনয় করেছেন শোভন রায় চ্যাটার্জী, অনন্যা সর, রোহিনী, মধুশ্রী, সৌমেন প্রভৃতি। আশিস বসাক বলেন যে আগামী দিনে 'হ্যালো কলকাতা' আরও বেশ কিছু নতুন গায়ক–গায়িকাদের সুযোগ দেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডঃ অরূপ মিত্র একজন বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানসাধনার পাশে উনি অধ্যাত্মবাদ নিয়ে গবেষণা করছেন দীর্ঘ দিন, অধ্যাত্মবাদ নিয়ে খুব শীঘ্রই তার একটি ভিসিডি বার করবে 'হ্যালো কলকাতা', জানান আশিস বসাক।

শ্রদ্ধেয় শিল্পী তথা বাংলার মেলোডি গানের অন্যতম দিকপুরুষ মান্না দে'র সম্মানার্থে সুপর্ণকান্তির 'না বলা কথায়' রিনির গানের সিডি প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন নির্মলা মিশ্র, সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ এক ঝাঁক কৃতী ব্যক্তিত্ব। অনুষ্ঠানটি ছিল রীতিমতো আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। সকলেই স্বীকার করলেন এখানে শিল্পী সাহস করে যে গান তুলে ধরেছেন তা স্বর্ণযুগকে মনে করায়। বাংলা গানে এখন যে ভাটা তাকে জোয়ারে পরিণত করতে এ এক উদ্যোগ বলে মনে করা হয়।

ছবি : উৎপল কুমার রায়।

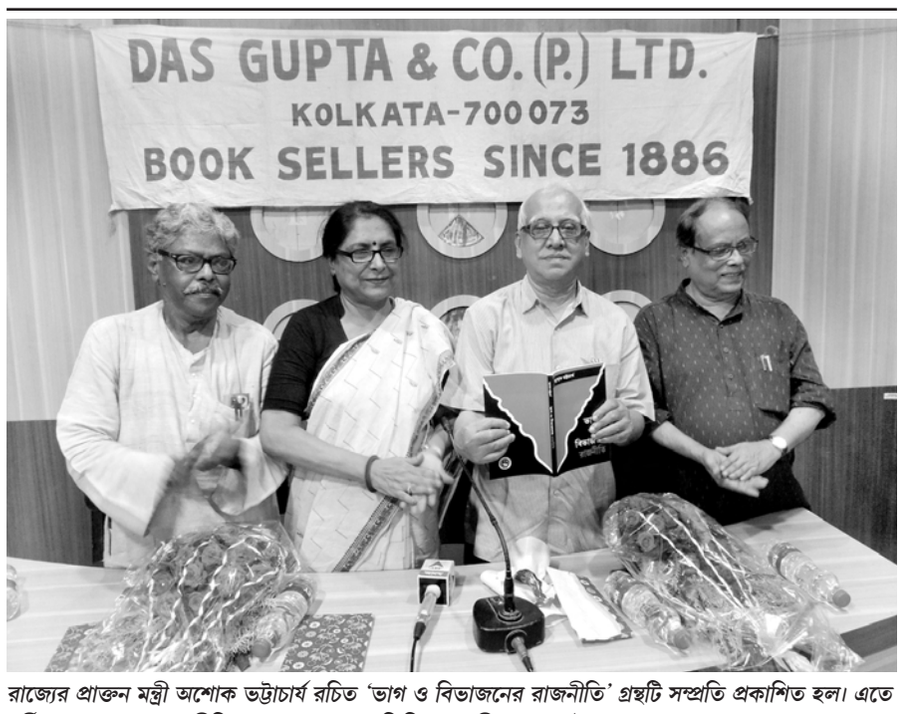

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য রচিত 'ভাগ ও বিভাজনের রাজনীতি' গ্রন্থটি সম্প্রতি প্রকাশিত হল। এতে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি থেকে জাত–পাত ভিত্তিক পৃথকীকরণের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। প্রকাশক ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

ছবি : উৎপল কুমার রায়।

দমদমে সঙ্গীতানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪, সন্ধ্যায় নাগের বাজার যোগীপাড়া রোডে 'সঙ্গীতপ্রিয় সংসদের উদ্যোগে ও সম্পাদক বিশ্বনাথ সুরে'র পরিচালনায় এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতের আসরে সঙ্গীত পরিবেশন করেন যশস্বী বর্ষীয়ান শিল্পী বিশ্বনাথ সুর, মধুমিতা ভট্টাচার্য, ঋতম দাস ও অভিষেক রায়। সঙ্গে পার্কাসন ও তবলা বাজান অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুব বসু বিশ্বাস ও তড়িৎ আচার্য। গিটার বাজান সমর দত্ত। সঞ্চালক ছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

বার্ষিক মিলনোৎসব

হীরালাল চন্দ্র

গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪, সন্ধ্যায় সিঁথি হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের 'চয়ণ' ক্লাবঘরে বিশিষ্ট চিকিৎসক, সমাজসেবী ও সঙ্গীতশিল্পী ডাক্তার সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়'র পৌরোহিত্যে ও সম্পাদক টুবলু দত্তে'র পরিচালনায় 'জ্যোতির্ময়ের' চতুর্থ বার্ষিক মিলনোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পরে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর প্রয়াণে নীরবতা পালন করে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে কুড়ি জন দুঃস্থকে ব্যাগ ও ফুল গাছ দেওয়া হয়। বক্তা ছিলেন নীরাংশু পাল, শ্যামল দে বিশ্বাস ও অভিজিৎ বসু। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সোমা দাস, চন্দনা দত্ত, সারদাপ্রিয়া সরকার ও রথীন মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে তবলা বাজান গোপাল বসু। কবিতা পাঠ করেন সুপ্রিয়া গুপ্ত ও শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সভ্যদের পরিশ্রমে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৩১ আগস্ট ২০১৪, সকালে সাউথ সিঁথি রোডের বিশ্বনাথ পার্কে 'বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে, অরূপ ধাড়া ও রাজা মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম পরিচালনায় এক রক্তদান শিবিরে পঁচাত্তর জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এছাড়া অসংখ্য দুঃস্থদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। এলাকার সমস্ত নাগরিকবৃন্দ ক্লাবের উদ্যোক্তাদের এই মহৎ কর্ম প্রচেষ্টার জন্য তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কেমন চলছে প্রস্তুতি পায়ে পায়ে পাড়ায় পাড়ায়

মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। দেবী পক্ষে সূচনায় পুজো মণ্ডপগুলির মধ্যে চলছে প্রতিযোগিতা। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদোৎসবের প্রস্তুতি পর্ব ঘুরে দেখলেন বাপন মন্ডল, মেহবুব গাজি, বৈশালী সাহা, অমিত জানা, মলয় সুর, বিশ্বজিৎ পাল।

সুন্দরবনের ক্যানিংয়ে 'যামিনী রায়ের পটচিত্রে দেবী দুর্গার'

ক্যানিং: শহরের অন্যান্য বড় পুজোগুলির সঙ্গে সমান তালে টেক্কা দিয়ে তৈরি হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিংয়ের একাধিক পুজো কমিটি। ইতিমধ্যে ক্যানিং-১ ব্লকের মাতলা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলকুটি মিলনী এবারের ভাবনায় যামিনী রায়ের পটচিত্রে দেবী দুর্গার আবির্ভাব, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা/ আমাদের এই বসুন্ধরা পুজোর থিম হিসেবে ফুটিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখানে যামিনী রায়ের আঁকা একটি আর্টের উপর দুর্গাকে ফুঁটিয়ে তোলা হচ্ছে। যা আদিম যুগের পুজো-অর্চনাকে তুলে ধরা হয়েছে। এই পুজোর দায়িত্বে পুরুষরা থাকলেও দেখভাল করেন এলাকার মহিলারা। পোর্ট ক্যানিং অ্যান্ড ল্যান্ড ইনভেস্ট সেন্ট কোম্পানীর আমলের ১৮৬২ সাল থেকে চলে আসা এই পুজোকে ঘিরে ক্যানিং এখন আনন্দমুখর।

মথুরাপুর পুরকাইত পাড়ার যুব গোষ্ঠীর প্রতিমা

সাবেকি ও থিমের লড়াইয়ে এবারেও জমজমাট দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পুজো। কোথাও মাটির তৈরি শিবের বিভিন্ন মূর্তি দিয়ে মণ্ডপ, কোথাও আবার পাহাড়ি এলাকার শিব মন্দির। এমনি সৃজনশীল ভাবনা থেকে পুজোর প্রস্তুতি চালাচ্ছেন উদ্যোক্তারা। ডায়মন্ড হারবার নুনগোলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো পা রাখল ৯৭ বছরে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও কুমোরটুলির প্রতিমা আনার পাশাপাশি মাটির তৈরি শিবের বিভিন্ন রুপের মূর্তি দিয়ে তৈরি হচ্ছে শিব মণ্ডপ। সঙ্গে থাকছে রকমারি আলোকসজ্জা। পুজো কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ রায় জানান, 'মাটির এই শিব মূর্তিগুলো পরিশ্রম করে একজন দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধী শিল্পী দিবাকর পাল তৈরি করেছেন। কমিটির পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাঁকে পারিশ্রমিক দেওয়ার পাশাপাশি শিল্পীর হাতে একটি শ্রবন যন্ত্র তুলে দেওয়া হবে।'

অন্যদিকে মহেশতলার বাটানগর নিউল্যান্ড পুজো কমিটির পুজো পা রাখল ৬৮ বছরে। এবারে পুজো মণ্ডপটি তৈরি হচ্ছে সিকিমের নামচির সিদ্ধেশ ভারা ধাম নামক একটি শিব মন্দিরের আদলে। পাঙাড়ি এলাকার শিব মন্দিরের মতোই তৈরি করা হচ্ছে কৃত্রিম মেঘে ঢাকা পাহাড়। আর পাহাড়ের চারিদিক থেকে নেমে আসছে ঝর্ণা। ঝর্ণাকে ঘিরে কোলাহল পরীদের। আর এই প্রায় ৫০ ফুটের দীর্ঘ পাহাড়ের মাথায় বসে থাকবে আরও প্রায় ৪০ ফুট দীর্ঘ শিব মূর্তি। পুজো কমিটির উদ্যোক্তা শোভন পাল জানান, শিল্পীর সঙ্গে সিকিমে গিয়ে নিজেদের চোখে দেখা এই শিব মন্দিরটি। যা অবিশ্বাস্য। সেখানকার শান্ত, স্নিগ্ধ ও আধ্যাত্মিক সব মিলিয়ে এক মনোরম পরিবেশকে তিনটে দিনের জন্য দর্শনার্থীদের কাছে উপস্থাপন করলাম। আরেক উদ্যোক্তা পীষূস দাস বলেন, এছাড়াও সাধারণ মানুষের কথা ভেবে এবছর বৃদ্ধদের হাতে তুলে দেব স্টিক, সমস্ত বয়সের প্রতিবন্ধীদের দেব হুইল চেয়ার।

বিষ্ণুপুরের রামচন্দ্রনগর নিউ ইয়ং মেনস অ্যাসোসিয়েশনের পুজো পা রাখল ৫০ বছরে। মণ্ডপ ও প্রতিমার থিম 'শীতের আবেশে উলের পরশে মায়ের হাতে কমল'। উল দিয়ে মণ্ডপটি তৈরি হচ্ছে পদ্মফুলের আকারে। আর এই পদ্মফুলের মধ্যে ঢুকে দর্শনার্থীরা দেখতে পাবেন পদ্মফুলের কুঁড়ির আকারে পারে রশ্মি দিয়ে তৈরি প্রতিমা।

সুন্দরবনের কাকদ্বীপের বর্ণালি সংঘের পুজো পা রাখল ৫১ বছরে। পুজোর থিম 'সবুজ বাঁচাও'। পুজো কমিটির সম্পাদক পরিতোশ সিংহ জানান, এবছর একটি স্বেচ্ছাসেবী রসংস্থার সহায়তায় ৫০ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে নতুন জামা-প্যান্ট দেওয়া হবে। পাশাপাশি তাদের সকলকে নিয়ে পুজোতে ঘোরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অন্যদিকে সরিষা আশ্রমমোড় দুর্গোৎসব কমিটির সাবেকি ঘরানার এই পুজোর ঐতিহ্য দুস্থদের বস্তদান। প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও পুজো কমিটির উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও ডায়মন্ড হারবার থানার সহযোগিতায় বুধবার প্রায় দু-হাজার দুস্থ মহিলা, পুরুষ ও শিশুকে নতুন বস্ত্র দান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন থানার আইসি বিশ্বজিৎ পাত্র। তিনি বলেন, এই প্রয়াসকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ব্যাঁটরা নবীন সংঘের পুজোয় পুতুল নাচ

'একাল সেকাল পুতুলের ইতিকথা'

হাওড়া জেলার বড় পুজোর মধ্যে অন্যতম ব্যাঁটরা নবীন সংঘের পুজো। ৫৩তম বর্ষে তাদের থিম 'একাল সেকাল পুতুলের ইতিকথা।' পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শান্তি সাঁতরা এবং সমর খাঁড়া জানান, পুতুল নাচ একটি লুপ্তপ্রায় শিল্প। সেই লুপ্তপ্রায় শিল্পকে দর্শনার্থীদের কাছে তুলে ধরতে চাই। পুজো কমিটির সভাপতি নিমাই বারুই ও বিদ্যুও হাজরা জানান, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিল্পীরা পুতুল নাচ দেখাবেন। পরিকল্পনা ও রূপায়নে আছেন শিল্পী উদয় মণ্ডল। একটু ভিন্নধর্মীর চিন্তাধারা জেলাবাসীর কাছে তুলে ধরাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য বলে জানান উদ্যোক্তারা। এ বছরও তাঁরা হাওড়া জেলায় নিজেদের ছাপ রাখার ব্যাপারে আশাবাদী।

সুহৃদ সংঘ

'সবুজ ঘাসের স্বর্গে'

শিল্পী দীপক সাহার পরিকল্পনায় ৭৩তম বর্ষে সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণতা পাবে মণ্ডপসজ্জা ও দেবীমূর্তি। ক্লাব সম্পাদক অরুণহরি দত্ত জানান, 'সারা মণ্ডপ জুরে থাকবে ঘাস এবং দেবী মূর্তি হবে থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। দর্শকরা মণ্ডপে প্রবেশ করে সবুজের সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করবে।'

অমৃতায়ন সংঘ

'বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু, বাংলার স্থল।'

পায়ে পায়ে ২৮ বছরে পা দিল কাকদ্বীপ অমৃতায়ন সংঘ। পুজো কমিটির সভাপতি দেবব্রত মাইতি জানান, 'বর্তমান রাজ্য সরকারের উন্নয়নমুখী পটভূমি

তুলে ধরছি আমাদের এবছরের থিমের মাধ্যমে। যার মধ্যে থাকছে কন্যাশ্রী, ১০০ দিনের কাজ, মাতৃত্ব, সেবিক পুলিশ, মাস্তির প্রতীক, বেলা বয়ে যায়, ভারত মহান প্রভৃতি ভাবনা তুলে ধরা হচ্ছে ধান ও খড়ের মাধ্যমে।' পুজো কমিটির সম্পাদক বিজন মাইতি জানান, 'প্রতিমা দর্শনের মাধ্যমে দর্শকের মনে ভেসে উঠবে ছোট বেলায় পড়া রবি ঠাকুরের কবিতা 'কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি, বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি।' যেখানে মা দুর্গাকে দেখা যাবে গরুর গাড়িতে করে, গাড়ির সারথি থাকবেন মহাদেব, শুক্রবারের হাটে মা লক্ষ্মী জিনিসপত্র কেনাকাটা করবেন এবং অন্যান দেবদেবীদের ভিন্নরূপে অর্থাৎ কবিতার ওপর ভিত্তিকরে দেবদেবিদের কারুকার্য দেখা যাবে। পুজোর দিনগুলির মদ্যে সপ্তমির দিন সন্ধ্যায় সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা এবং সাংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়ার তত্ত্বাবধানে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দান, কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়া এক ইঞ্জিনিয়ারিং গরিব ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য দান, দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। পুজোর দিনগুলিতে থাকছে বিনা খরচায় মেডিকেল চেকআপ ক্যাম্প।

বিধান সংঘ

'সাত পর্বে রামায়ণ'

কাকদ্বীপ বিধান সংঘের পুজোর বয়স হল আঠারো। রামায়ণে মায়ের অকাল বোধন কাহিনিই তারা তাদের মণ্ডপ সজ্জায় তুলে ধরতে চেয়েছেন। তবে প্রতিমা সজ্জায় থাকছে মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী রূপ। ক্লাব সম্পাদক সৌমেন মাইতি জানান, 'মণ্ডপ সজ্জার ক্ষেত্রে আমরা উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছি খেজুর গাছের পাতা, ফুল, ফল, চাটাই বিভিন্ন জিনিস। আমাদের মণ্ডপের মধ্যে আমরা রামায়ণের সাতটি পর্ব তুলে ধরেছি।'

বর্ণালি সংঘ

'সবুজ বাঁচাও'

৫০ বছর পেরিয়ে ৫১ তম বর্ষে পা রাখল বর্নালি সংঘ। সুস্থ সমাজকে বাঁচানোর জন্য মানুষের কাছে তাদের আবেদন সবুজ বাঁচাও। বৃক্ষ ছেদনকারিদের অসুররূপে আবির্ভূত করছেন তারা। বাঁশ, কঞ্চি প্রভৃতির কারুকার্য থাকছে মণ্ডপে সজ্জায় তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমাতেও থিমের সাজে সাজানো হয়েছে জানালেন সম্পাদক সতিনাথ পাত্র। পুজো মণ্ডপে থাকছে সুক্ষ্ম বাঁশের কারুকার্য এবং মণ্ডপটাই বাঁশ গাছের বিভিন্ন অংশ দিয়ে তৈরি।

যুবশক্তি সংঘ

১৫তম বর্ষে দুর্গামায়ের আরাধনায় ব্রতী যুবশক্তি সংঘ। পুজো কমিটির সহ-সম্পাদক রিনন দাস জানান, 'দর্শককে চমক দেওয়ার জন্য আমাদের মণ্ডপে থাকছে পাহাড় ও ঝর্না। প্রতিমা হবে সুদলি দড়ি দিয়ে।'

কাকদ্বীপ রিক্রিয়েশন ক্লাব

রজতজয়ন্তী বর্ষে পা দিল বলে কাকদ্বীপের রিক্রিয়েশন ক্লাবের পুজোর জাঁকজমকটা অন্যান্য বারের তুলনায় এবার একটু বেশিই থাকছে। জানালেন, ক্লাব সদস্য দিব্যেন্দু জানা। মণ্ডপ সজ্জায় থাকছে বাঁশের সুক্ষ্ম কারুকার্য এবং প্রতিমাতেও থাকছে তার ছোঁয়া। এই ভাবনা সৃষ্টি করেছেন প্রতিমা শিল্পী বিশ্বজিৎ পাড়ুই। প্রত্যেক বছরের মতোই এবরও পুজোর অন্যতম আকর্ষন ব্যায়াম প্রতিযোগিতা।

ঘোষদস্তিদার বাড়ির পুজো এবার ৩০০ বছরে

চন্দননগরে ঐতিহ্যমণ্ডিত পুজোগুলোর অন্যতম দিনেমার ডাঙ্গায় ঘোষদস্তিদার বাড়ির পুজো। বঁশ পরম্পরায় ৩৬৩ বছরের পুজো। এই পুজো শুরু হয়েছিল ১০৬০ বঙ্গাব্দে বল্লাল সেন পঞ্চ কায়স্থ যা বাংলায় কৌলিন্য প্রথা চালু যখন হয় সেই সময়। এই পুজো বাংলাদেশে তৎকালিন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ সাব-ডিভিশনে উলপুর গ্রামে শুরু হয়েছিল। সেই সময় ১৯৯১ বঙ্গাব্দে এই পুজো প্রতিষ্ঠা করেন ঘোষদস্তিদার বংশের আদি পুরুষ স্বর্গত মকরন্দ ঘোষ। সেকালে সাধারণত জমিদাররাই এই পুজো করতেন। ছয় পুরুষের এই পুজো হয়ে আসছে। মাঝে বরিশাল জেলার গাভায় পুজো হয়। এরপর বেশ কয়েকবছর বন্ধ থাকার পর পুরনরায় ২০০০ সাল থেকে চন্দননগর দিনেমার ডাঙ্গায় 'ইন্দ্রকানন'-এ জাঁকজমক সহকারে নিয়মনিষ্ঠা মেনে হয়ে চলেছে। একচালা প্রতিমা তৈরি করেন মৃৎশিল্পী গোকুল পাল। বংশের সবচেয়ে প্রৌঢ়া গৃহকর্ত্রী ৯৪ বছরের কানানবালা দেবী বসয়ের ভারে নুইয়ে পড়লেও তাঁর উপস্থিতি এই পুজোকে আরও জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলে। বাড়ির ছোট ছেলে পার্থবাবু জানালেন, এবারে সপ্তমীর দিন কলাবউ গঙ্গা থেকে স্নান করানোর সময় রুপার তৈরি ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিস্কার করতে করতে ঢোল করতাল বাজনার তালে তালে কাছারী ঘাটে যাওয়া হবে। তিনি আরও জানালেন, পুজোর ষষ্ঠীর দিন সকালে এলাকার ২০০০ গরিব দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রবিতরন করা হবে। শাস্ত্র মতে করা হবে পুজো।ষ্ঠী ও সপ্তমীর দিন সন্ধ্যায় কলকাতার নামী-দামী শল্পীদের গান ও শ্রুতিনাটকের ব্যবস্থা থাকছে। দশমীতে প্রতিমার বিসর্জন হয় গঙ্গার কাছারিঘাটে। এদিন বাড়ির মহিলারা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন।

মথুরাপুর পুরকাইত পাড়া যুবগোষ্ঠী

'অরণ্যে উমা'

গ্রামের মধ্যে গ্রাম, নবীন চোখে প্রাচীন, তাকলাগানো মণ্ডপ ৩৬তম বর্ষে মথুরাপুর পুরকাইত পাড়া যুবগোষ্ঠীর প্রকৃতির সঙ্গে প্রাচীনত্ব, সময়ের সঙ্গে সাধ্য। শিল্পকলার সঙ্গে ব্যস্ত জবনের ধারাকে মেলাতে ব্যস্ত শহর, শবরতলীর নানা মণ্ডপে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর পুরকাইত পাড়া যুবগোষ্ঠী ৩৬তম বর্ষের আয়োজন অরন্যে উমা। ভৃগুরাম হালদারের পরিকল্পনায় ও নেতৃত্বে পায়ে পায়ে ১০ম বর্ষের মহাশ্বেতা শারদ সম্মান এগিয়ে চলছে। প্রাক প্রস্তুতি পরিক্রমা ঘুরতে গিয়ে তিনি অবাক হলেন এই মণ্ডপে। ১০০০ স্কোয়ার ফুটের বেশি জায়গা জুড়ে মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকা গুহার নিকটবর্তী এক অতি প্রাচীন গুহার আদলে এই মণ্ডপ সাজছে। ত্রিসুলধারী দেবী নানারূপের মানবাসুরকে বধের ভঙ্গিতে রনৎদেহী রূবে বিরাজিতা। গুহার মধ্যে জাপানি আলোকমালার কারসাজি থাকছে। স্টিরিও কোনিক ভয়েস-সহ সাপ, ভোদড় বানর, গরিলা, জিরাফ, হাতি প্রভৃতি নানা জীব জন্তু বিচরণ করবে। আপাত দৃষ্টিতে এই প্রতিমা দর্শনে এসে এক অন্য অনুভুতি হবে। যুবগোষ্ঠীর সম্পাদক বিকাশ ভাণ্ডারি জানালেন তিনমাস আগে থেকে এই পরিকল্পনা শুরু। মণ্ডপ সজ্জায় ব্যবহৃত হয়েছে চট, দড়ি, বাঁশ, খড়, প্যারিস, কাপড়-সহ সাধারণ মানের নানা ফেলে দেওয়া পরিবেশ বান্ধব বস্তু। ভৃগুরামবাবু জানালেন, বেশ কয়েকবছর ধরে এই ক্লাবটি নানা স্বাদের মণ্ডপ প্রতিমা বানিয়ে দর্শকদের তো নজর কেড়েছেনই এবং মহাশ্বেতা মেগা শারদ সম্মানের শিরোপা ধরেই রেখেছেন। অল্প পরিসর জায়গায় এত মানুষকে নিদারুন পরিকল্পনায় প্রতিমা দর্শনের ব্যবস্থা করেন।

বয়ারগদি তেতুঁলতলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব

সারা বাংলার বাতাসে আগমনীর সুরে মাতোয়ারা, যা আসছে শহরের বিগ বাজেটেরে পুজোগুলোর একদিকে শারদ সম্মান পাওয়ার টক্কর। একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার শৈল্পিক লড়াই অন্যদিকে দর্শক কাড়ার মতো থিমের কারুকার্যের চমক। ঢেউ পৌঁছায় দূর গ্রামেও। তবে কেটু অন্যরকমভাবে। মহাশ্বেতা পুজাপরিক্রমার কর্ণধার ভৃগুরাম হালদার জানালেন, সুন্দরবনের পুজো দিন দিন অন্য মাত্রা পাচ্ছে তা শারদ সম্মান দেওয়ার ফলেই। শহরতলীর মানুষ কমিটি তাদের যত করে আয়োজন করে পরিভেশ, মণ্ডপসজ্জা, প্রতিমা। বছর বছর প্রাপ্ত সম্মান ধরে রাখাটাও একটা সুপ্ত প্রতিযোগিতা চালু হয়েছে। সধ্যের মধ্যে বৈচিত্র এনে তা করে দেখাচ্ছেন বহু কমিটি। গ্রামে গ্রামান্তরে এরকম শারদ সম্মান দিয়ে কমিটিগুলোকে উৎসাহিত করতে পারলে পুজোর থিম বা নতুন ভাবনার ছোঁয়া পাড়ার পুজো মণ্ডপেও দেখা মিলবে। রায়দিঘী থানায় বয়ারগতি তেঁতুলতলা সার্বজনীন মণ্ডপ। এবছর শিল্পী পার্থপ্রতিম হালদার সহ বেশ কিছু শিল্পীর পরামর্শ ও সহযোগিতায় গ্রামের মধ্যে গ্রাম আঙ্গিকে খড়ের কাদা মাটির এক প্রাচীন দেবালয় তৈরি করছেন। কাপড়, বাঁশ থার্মোকল এসব ফেলে এবার বাদ পড়া পরিবেশ বান্ধব উপাদান দিয়ে এই মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। পুজো উপলক্ষে স্কুল মাঠে চলে মেলা ও খেলা।

সংস্কৃতির সুতোয় বাঁধা পড়ল বাংলা-রাজস্থান স্টেট ব্যাঙ্ক পার্কে

নিজস্ব প্রতিনিধি: তখনও প্রস্তুতির প্রথম পর্ব। মণ্ডপে ছাউনি পড়েছে। ঢুকেই থমকে যেতে হল। একাধিক প্রকাণ্ড সব রাজস্থানী কাঠের পুতুল রূপ পাচ্ছে শিল্পীদের হাতের মহিমায়। ঠাকুরপুকুর স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক সার্বজনীন গত পাঁচ বছর ধরে প্রতিবারই তাক লাগিয়ে দেয়। কিন্তু এবার রাজস্থান কেন? খোলসা করেলন পুজো কমিটির সহ-সম্পাদক অমিত ঘোষ। বললেন, পুজো মণ্ডপটাই রূপ পাবে রাজস্থানী কেল্লায়। গম্বুজে রাজস্থানী ঘরারানা পেন্টিং। ভিতরে আলো আঁধারিতে ছড়িয়ে থাকবে বাংলা-রাজস্থানের যৌথ লোকসংস্কৃতির অন্য নিদর্শন। একটু পেরোলেই ধাক্কা খাবেন দর্শনার্থীরা। সমানে চোখ ধাঁধিয়ে ঝড়ে পড়বে ঝলমলে লেজার ঝরনা। একে পেরোলেই অন্য জগৎ, মায়ের জগৎ। সেখানে শুধুই মায়ের অনন্য চিন্ময়ী রূপ। তাতেও থাকবে বাংলা-রাজস্থানী টাচ।' এক লহমায় শেষ করলেন অমিতবাবু। মনে জমতে লাগল প্রশ্নের পাহাড়।

কেন বাংলা-রাজস্থান বলছেন? 'আমরা ও আমাদের শিল্পীরা দেখেছি বাংলার বহু লোকসংস্কৃতির মিল পাওয়া যায় রাজস্থানের সঙ্গে। কাঠের পুতুল আল্পনা-সহ নানা জিনিস বাংলা-রাজস্থানে কমন। এখানে এই 'কমন'-এর সমারোহ। যাতে বাঙালিরা রিলেট করতে পারে রাজস্থানী সংস্কৃতির সঙ্গে বোঝালেন অমিতবাবু। আর লেজার ঝরণা? বলে চললেন সহ-সম্পাদক, 'এটা কিন্তু এখনও ডিসক্লোজ করিনি। আপনাকেই প্রথম বললাম। আমাদের শিল্পী চান একেবারে ঝলমলে দুনিয়া থেকে দর্শকদের মায়ের শান্ত জগতে পাঠিয়ে দিতে। তাই দুটো আলাদা জগৎ তৈরি হচ্ছে।' প্রচার হলে তো দর্শক উপচে পড়বে। জায়গাও আপনাদের খুব বেশি নয়। নিরাপত্তার ব্যবস্থা কেমন থাকছে? পুলিশ-সহ প্রচুর বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী রাখা হচ্ছে ভিড় সামলাতে। থাকছে প্রবেশ ও বাহিরের পৃথক পথ। ইতিমধ্যে পুলিশের সঙ্গে সভা হয়েছে, পূর্ণ সহযোগিতা করছেন ঠাকুরপুকুর থানার আইসি। আশাকরি অসুবিধা হবে না, আশ্বস্ত করলেন অমিতবাবু। অভিনবত্বের আশ্বাস নিয়ে অপেক্ষায় থাকলাম প্রকৃত রূপ দেখার।

সুদীপ কুমার দাসের সংযোজন:

মহালয়ার দিন শান্তি সংঘ গার্লস হাইস্কুল (পর্ণশ্রী)-সহ আরও পাঁচটি বিদ্যালয়ের মোট ১৮০ জন ছাত্রছাত্রীকে স্কুলের পোশাক, ব্যাগ প্রদান ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করে স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক সার্বজনীন পুজো কমিটি। প্রতিবছরই এধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বলে জানালেন পুজো কমিটির সহ সম্পাদক অমিত ঘোষ।

লালাবাগান নবাঙ্কুর

লালাবাগান অঞ্চলের অন্যতম জনপ্রিয় পুজো নবাঙ্কুর সংঘের এবারের পুজোমণ্ডপ সেজেছে বাংলার মাটিকে কেন্দ্র করে বাংলার শিল্প। সংস্কৃতির সঙ্গে মাটি ও বাঁশ প্রাচীনকাল থেকেই একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। শিল্পী প্রশান্ত পাল মণ্ডপ তৈরিতে বাঁশ ও মাটিকে শৈল্পিক রূপ দেওয়ার পাশাপাশি গ্রামীন মানুষের জীবনযাত্রার বিভিন্ন নিদর্শনকেও ব্যবহার করেছেন। পুজো সম্পাদক তপস কুমার রায় জানান, 'পুজোর আনন্দের সঙ্গে সামাজিক দায়িত্বপালনের মাধ্যমে পথ চলতে চায় নবাঙ্কুর।' সংস্কৃতির ছোঁয়ার সঙ্গে পণ্ডিত মল্লার ঘোষের আবহ সঙ্গীত এই পুজোমণ্ডপকে অন্যমাত্রায় তুলে দেবে বলেই উদ্যোক্তারা মনে করছেন।

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।